জ্ঞান

নিরবধি লীলা করে নির্জ্জন কাননে।
ছয় জন বিনে তাহা অন্যে নাই জানে॥
ডালে বসি কোকিল পঞ্চম করে গান।
রাধাকৃষ্ণ নাই জানে তাহার সন্ধান॥
আচম্বিতে একজন হইল বাহির।
নগরে যাসিয়া তেঁহ বলাল আহির।
আভীর হইয়া স্থান করএ মার্জ্জনা।
তাহা দেখি রাধাকৃষ্ণ করেন বাসনা॥
স্থান মার্জ্জনা করি করিলা গমন।
জ্ঞান কহে নাই জানে সনক[১] সনাতন॥

[পত্রাঙ্ক ৫ক]।

কৃষ্ণদাস

সুন হে রসিকজন কহি মর্ম্ম কথন
গোলোকের পার আছে আর।
চতুর্দ্দিগে সখীগণ তার মাঝে বৃন্দাবন
তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সার॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের মাঝে রত্নসিংহাসন সাজে
কিশোরী কিশোর নিত্যরঙ্গে।
শ্রীরাধাচরণ হৈতে মঞ্জরী প্রকাশ তাথে
সরূপমঞ্জরি তার সঙ্গে॥
শ্রীরাধার চরণ আশে ভক্তগণ ফিরে পাশে
ধন্য ধন্য শ্রীবৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস কহে সার এই তত্ত্বের বিস্তার
কাঁহা পাঙ এ রসিকগণ॥

[পত্রাঙ্ক ৩ক]।

শ্রীসুকুমার সেন

১। শৌনক।

দানলীলাচন্দ্রামৃত

ভূমিকা *

'পদকল্পতরু'র ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মালি-হাটির যদুনন্দন দাসরচিত নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন :—

১। কর্ণানন্দ,

২। রসকদম্ব বা রূপ গোস্বামিকৃত 'বিদগ্ধ মাধবে'র পদ্যানুবাদ,

৩। কবিরাজ গোস্বামীকৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কর্ণানন্দের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত যদুনন্দন দাস বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের এক পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত কর্ণানন্দের প্রকাশক মহাশয় বলেন যে, "সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি গ্রন্থ যদুনন্দন দাসের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।" কিন্তু তদ্‌রচিত পঞ্চম কোন গ্রন্থ না পাইয়া তিনি পদকল্পতরুর যদুনন্দন-ভণিতাযুক্ত পদনিচয়কে উক্ত পঞ্চমগ্রন্থ-রূপে ধরিয়া লইয়া সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যদুনন্দন কৃত 'দান-কেলিকৌমুদীর অনুবাদ' আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের অনুমান আর নির্ভুল বিবেচিত হইবে না। 'দানলীলাচন্দ্রামৃত' নামক এই দানকেলিকৌমুদীর অনুবাদের ভূমিকায় (৬১ পঙ্‌ক্তি) যদুনন্দন দাস নিজ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যে কোন কারণেই হৌক, এই গ্রন্থের প্রচার লোকসমাজে বিশেষ সীমাবদ্ধ থাকাতেই হয় ত ইহা কালক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। গত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে সংস্কৃত পুঁথি খুঁজিতে খুঁজিতে আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিশালায় 'দানলীলাচন্দ্রামৃতে'র সন্ধান প্রাপ্ত হই এবং কলিকাতাস্থিত বাংলা পুথির কোন তালিকায় ইহার সন্ধান না পাইয়া আমি এই পুথিকে অ-দ্বিতীয় মনে করি। পরে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া পুথিখানির নকল সমাপনান্তে শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ অদ্বৈত-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে জানিলাম যে, দান-কেলিকৌমুদীর যদুনন্দন দাসকৃত অনুবাদ বৃন্দাবন হইতে বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তায় বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থখানির এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম যে, এই মুদ্রিত গ্রন্থ বৃন্দাবনে প্রাপ্ত একখানি পুথির মুদ্রিত রূপ মাত্র এবং সংস্কৃত

---

* 'যদুনন্দন দাসের দানলীলাচন্দ্রামৃত গ্রন্থের পরিচয়' এই নামে ১৩৪১।২৯এ মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কলেজের পুথি ও এই মুদ্রিত গ্রন্থ মিলাইয়া দানলীলাচন্দ্রামৃতের একখানি বিশুদ্ধতর সংস্করণ প্রস্তুত হইতে পারে।

দানকেলিকৌমুদী শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত কৃষ্ণ-লীলাত্মক রূপক-উপরূপক কয়েকখানির অন্যতম। ইহা এতৎশ্রেণীস্থ অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত। ইহার নাট্যত্ব ও সাহিত্যিক মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে থাকিলেও বিশেষভাবে কেবল বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের জন্যই এই গ্রন্থ আদরণীয়। সেই হেতু যদুনন্দন দাস সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অনভিজ্ঞ ভক্ত পাঠকবর্গের জন্য এই অনুবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত নহে; স্থানে স্থানে ভাবানুবাদ মাত্র করা হইয়াছে। যথা—

"ঘট্টশুল্কপ্রদানায় গুহাতিথ্যগ্রহায় বা।
স্পৃহা তে হেমগৌরাঙ্গি গিরস্তাং গোচরীকুরু॥"

এই শ্লোকের অনুবাদে যদুনন্দন লিখিতেছেন :—

"ঘট্টদান দিবা কি এ যাইবা গুহায়।
হেমঅঙ্গি কিসে স্পৃহা কহ তা নিশ্চয়॥"

অথবা,

"সেয়ং মুগ্ধে শিখরদশনা পদ্মরাগাধরৌষ্ঠী
রাজন্মুক্তাস্মিতমধুরিমা চন্দ্রকান্তস্তু বিম্বা।
উদ্দীপ্তেন্দ্রোপলকচরুচিঃ পশ্য হীরাধিকেতি
ত্যক্তুং যুক্তা ন কিল তরুণী রত্নমালামহিষ্ঠা॥"

ইহার অনুবাদে যদুনন্দন লিখিতেছেন :—

"দশন দাড়িম্ববীজ-আভা মণিগণ।
পদ্মরাগমণি ওষ্ঠ-অধরে সাজন॥
বহু মুক্তা বিরাজয়ে হাস মাধুরীতে।
চন্দ্রকান্তি মণিবিম্ব বদন শোভিতে॥
ইন্দ্রনীল মণি হয় কেশ মনোরম।
জাম্বুনদ মণিঅঙ্গ অতি বিলক্ষণ॥
তরুণিমরত্নমালা সর্ব্ব অঙ্গে ধরে।
হেন কি কহিতে যুক্ত শুন বৃন্দা তোরে॥"

কিন্তু খুব মূলানুগত না হওয়ার ফলে এই অনুবাদের উপাদেয়তা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলা যায় না; কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থশ্লেষাদি এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহার সৌন্দর্য্য অনুবাদকালে রক্ষা করা একান্ত দুঃসাধ্য। গ্রন্থকার যে এ বিষয়ে অসাধ্য সাধনের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া তাঁহার পদ্যানুবাদটিকে একটি সরস মৌলিক রচনার আকার দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যিক বিচারক্ষমতা ও উচ্চাঙ্গের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, "যদুনন্দন দাস রচনাশক্তি ও

কবিত্বের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে একটু উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।...সেই প্রাচীন যুগে পদ্যানুবাদ বলিতে অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ—এই সকলের অদ্ভুত খিচুড়ী বুঝা যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে কতিপয় ভাগবতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদুনন্দন দাস কিন্তু সেরূপ পদ্যানুবাদ করেন নাই। প্রাচীন যুগের অনুবাদকদিগের মধ্যে ইঁহাকে বোধ হয় সর্ব্বোচ্চস্থান দিলেও অসঙ্গত হইবে না।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ ১৯৪-১৯৫)।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যদুনন্দন দাসের অনুবাদে এমন একটি সহজ সরল অনবদ্য ভঙ্গী আছে, যাহাতে উহাকে মৌলিক রচনা মনে করিতে কষ্ট হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ হইতে নিম্নোদ্ধৃত স্থলটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি সুমাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হা হা কুলাঙ্গনামন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোহে॥ ধ্রু॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি স্থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জম্বু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি অণু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥"

দানকেলিকৌমুদীর অনুবাদেও যদুনন্দন স্থানে স্থানে তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন, যথা:—

শোণবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্র কুণ্ডলী করিয়া।
মস্তকে ধরয়ে স্বর্ণ ঘটী ঘৃত লৈয়া॥

উজ্জলবরণী রাই মন্থর গমনে।
চলি জায় সম-বয়-বেশ সখি সনে॥
মানস গঙ্গার তীরে চলিয়া আইসে।
অলঙ্কার করে রূপে ভুবন অশেষে॥

কিন্তু এই সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাণিকায় বেশির ভাগ স্থলেই অর্থশ্লেষের আধারে রসস্ফূর্ত্তির প্রয়াস রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বভাববর্ণনার বড়ই অসদ্ভাব। তাই অনুবাদও তদনুযায়ী করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ ও রাধার সখাসখীদের কথার অনুবাদে বিস্তর 'তৎসম শব্দের' ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রচনা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ ও সুললিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। উহাতে মূলের সরল ও নাটকীয় গতিভঙ্গী বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

দানলীলাচন্দ্রামৃতের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। খুব সম্ভব, ইহা কর্ণানন্দের পূর্ব্বে যদুনন্দনের প্রথম বয়সে রচিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের বিরলপ্রচার এবং অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় কাব্যাংশে ইহার ন্যূনতা দেখিয়া ইহাই আন্দাজ করিতে ইচ্ছা হয়। যদি আমাদের এই অনুমানের কোন সার্থকতা থাকে, তবে এই গ্রন্থ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়, এবং সেই হিসাবে আমরা ইহাকে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গীভূত মনে করিতে পারি।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

রঙ্কিণী দেবী *

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রঙ্কিণী দেবী নিতান্ত অপরিচিতা নহেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বহু স্থলে দেবীর প্রসঙ্গ আছে। ঢেকুর পালার ইছাই ঘোষ দেবীর সেবক ছিল; আবার কানড়া যখন বিভ্রাটে পড়িল, তখন দেবী তাহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। সপ্তদশ সর্গে দেখি, চণ্ডী তাহাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'কছু রঙ্গ হইবে'। এই রঙ্গ ও রঙ্ক মিশিয়া গিয়াছে, অনেক স্থলে রঙ্কিণী হইয়াছেন রঙ্গিনী'।

"রঙ্গিণী উড়িলা রণে রুধিরলোচনা" (১৯০ শ্লোক)

"তার রক্তে পূজিব রঙ্কিণী ভদ্রাকালী" (জাগরণ পালা, ৪০৮ শ্লোক)

কানড়া যেখানে চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা পাঠ করিতেছেন, সেখানে দেখি,—

রক্ষ রক্ষ রঙ্গিণী রঙ্গিণী রণমাঝে।
রণ রণ রবে উরি রাখ দশভুজে ॥ (জাগরণ পালা)

শুধু ধর্ম্মমঙ্গলে নহে, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর চৌতিশায়ও রঙ্গিণীর উল্লেখ দেখিতেছি,—

রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥

আবার কালিকামঙ্গলে,—

মৌলায় রঙ্কিণী বন্দো জোড় করি পাণি।
ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোসানি ॥

(সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৮)

রঙ্কিণী শূলিনী নৃমুণ্ডমালিনী
তোমারে গায় হরিবংশে (ঐ, পৃঃ ১২)
সখীগণ বলে বাণী অই আইল মালিনী
বলে বিদ্যা নৃপতিনন্দিনী।
হোইল উছুর বেলা মোর কার্য্যে কর হেলা
কবে আমি পূজিব রঙ্কিণী ॥ (ঐ, ৫৮ পৃঃ)

রঙ্কিণীর রূপান্তর আমরা পাইয়াছি, রঙ্গিনী। রঙ্কিণী রঙ্গিনী তো বটেনই, আবার পুরাণ প্রভাবে রুক্মিনীও। তাঁহাকে স্থলবিশেষে বাশলীও বলা হয়। উড়িষ্যায় রঙ্ক কথাটা এখনও চলে, তাহার অর্থ—উন্মাদ'। সিংভূম জেলায় বহড়াগড় নামে এক স্থান আছে, সেখানে ইহার অর্থ রাক্ষসী। কালপ্রভাবে শব্দের যে অর্থবিকার ঘটে, ইহা হয় ত তাহার দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান যুগেও দেবতা নানা স্থানে পূজিত হইতেছেন।

---

* ১৩৪১।৩০এ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছোট নাগপুরের সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় রঙ্কিণী দেবীর এক মন্দির আছে। ইহা ষ্টেশন হইতে আধ মাইলের কম দূরে, এবং থানা ও বাজারের মাঝামাঝি। দেবী অষ্ট-ভুজা, পাদপীঠে শবমূর্ত্তি। উপরের দুই ভুজে করী উত্তোলিত; সমগ্র মূর্ত্তিটী প্রস্তর-নির্ম্মিত। পুরোহিত রামচন্দ্র পাণ্ডা, উড়িষ্যা দেশ হইতে আগত, পুরী পঞ্চক্রোশীর নীলগিরি নাকি তাঁহার আদি নিবাস; তবে চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এইখানেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে ধ্যান মন্ত্র লিখিয়া লইলাম, চারি চরণে শ্লোক, শেষ চরণটী হইতেছে,—

রক্তাঙ্গীং শববাহনাং সদন্মুজাং ধ্যায়েৎ সদা রঙ্কিণীম্ ॥

এ শ্লোক কোথাকার, জিজ্ঞাসা করায় তিনি কালিকাপুরাণ ও বরাহতন্ত্র দেখিতে বলিলেন। ঘাটশিলার মন্দিরে কৃষ্ণপক্ষের সকল অষ্টমীতেই দেবীর বিশেষ পূজা হয়; জন্মাষ্টমী ও সীতাষ্টমী উপলক্ষে দুই রাত্রি ধরিয়া পূজা চলিতে থাকে। জিতাষ্টমী উপলক্ষে মহিষ বলি দেওয়া হয়। ধলভূমরাজের কুলদেবী বলিয়া তাঁহার সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, এবং রাজসরকার হইতে যে সব নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হয়, তাহাদের উপরিভাগে থাকে—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র রঙ্কিণীচরণে শরণম্

কিম্বদন্তী শোনা যায়—দেবীর এক সময়ে রাক্ষসী আকার ছিল। পঞ্চেটের কোনও শক্তিমান্ দৈত্য অভিভূত করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি পলাইয়া এক ধোবার নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সে তখন সুবর্ণরেখাতীরে কাপড়গাদী ঘাটে কাপড় কাচিতেছিল। ধোবা তাঁহাকে কাপড়ের গাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল, দৈত্য কোনও সন্ধান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিপদে আশ্রয় দানের জন্য এই ধোবাকে রাজত্ব দান করা হয়, এবং সেই আদিরাজার নাম অনুসারে রাজবংশের উপাধি এখনও ধবলদেব রাখা হইয়াছে—যদিও সেই রাজবংশের কেহ এখন গদিতে নাই, এবং বর্ত্তমান রাজা রাজপুতকুলসম্ভূত বলিয়া দাবী করেন। অন্য কিম্বদন্তী অনুসারে দেবী ছিলেন কোনও রাজপুতবংশের কুলদেবী। আশ্রিত কুলাধিপতি ভাগ্যলক্ষীর সন্ধানে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, এবং এইরূপে ধলভূম পর্য্যন্ত যান। এমন সময়ে কুলাধিপতি সহসা পিছন দিকে তাকাইলেন, দেবী আর অগ্রসর হইলেন না; সেখানেই থামিলেন। তিনি যেখানে থামিয়াছিলেন, সুবর্ণের খাতিরে ঠিক সেইখানটীতে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি আজও বিরাজমান। স্থানীয় লোকেরা তাঁহার পূজা করিতেছে। আমাদের দেশে সাক্ষিগোপাল মূর্ত্তি প্রসঙ্গে, গ্রীক গায়ক অর্ফিউয়াস্ ও তাঁহার মৃতা স্ত্রী ইউরিডাইসির উপাখ্যানের মূলে ইহারই অনুরূপ কাহিনী আছে।

মহুলিয়ার নিকটে এক পাহাড়ে পূর্ব্বে মন্দির ছিল, সেখানে রঙ্কিণীর সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। দেবী স্বয়ং নাকি জল গ্রহণ করিতেন, নরহত্যা নিজেই করিতেন, এই অঞ্চলে বহু স্থানে নরবলির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দোলজেড়ী মৌজায় মহুলিয়ার নিকটে বহু উপকায়স্থ পরিবারের বাস; তাহারা পূর্ব্বে এইরূপ বলিসংগ্রহে সাহায্য করিত বলিয়া জনশ্রুতি। অবশ্য এ সকল বলি গোপনেই সংগ্রহ করা হইত,

এবং গোপনেই বলি দেওয়া হইত; কিন্তু চন্দ্ররাখাব ভূঁয়া, যিনি ১২ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ ভূমির অধিস্বামী ছিলেন এবং যাঁহার নাম ছিল দিগ্‌সর্দ্দার, তিনি বাঙ্গালা ১২৭৫-এ ধলভূমরাজের বিরুদ্ধে এই গোপন কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তখন হইতে আর নরবলি হয় না। ঘাটশিলার মন্দিরে এখন নরবলির পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাই বলি দেওয়া হয়।

রঙ্কিণী দেবীর পূজা এখনও এই অঞ্চলে নরসিংগড়, বহড়াগড়া, নরসিংগড় হইতে তিন চার মাইল দূরে নূতনগড়, পরিহাটী, কোকপাড়া, হলদিপুকুর প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। এইগুলি সমস্তই পুরাতন গ্রাম। সিংভূম জেলায় চক্রধরপুর ষ্টেশন হইতে ৭।৮মাইল দূরে কেরা; কেরার যিনি ঠাকুর সাহেব, তাঁহার রঙ্কিণী হইতেছেন কুলদেবী। হলদিপুকুরে এক খণ্ড প্রস্তর রঙ্কিণী নামে পূজা পাইয়া থাকে, তাহার উপর কোনও মূর্ত্তি খোদাই নাই। ইহাও নাকি ধলভূমরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পুরোহিত করোপাধিক জনৈক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, এবং শুনিলাম, প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে ইহার সম্মুখেও নরবলি দেওয়া হইত। এখনও বহু নরনারী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এখানে মানত করে। বহড়াগড়া ও অন্যান্য গ্রামে কোনও না কোনও বড় গাছের মূলদেশে দেবীর "স্থান" আছে। জীবিত পশু বলি দেওয়া ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া সিঁদুর মাখাইয়া দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। ঘাটশিলা হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী হরিণধুকড়ী গ্রামে বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় এমন একটী রঙ্কিণীর স্থান দেখিয়াছিলাম।

কেওঞ্ঝরগড়ে আনন্দপুরের নিকট কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে "রাণ্‌কাণি" দেবীর পূজা দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ভাবগ্রাহী মহান্তি মহাশয়ের নিকট এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বদিন দেহুড়ি বা গ্রাম্য দেবতার পূজক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেবীর সম্মুখে ৪।৫টী 'কালিশী' উপস্থিত করিবার ভার লয়। দেহুড়ি পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন গ্রামবাসীকে শিখাইয়া পড়াইয়া রাখে,—তাহারা উপবাস করিয়া যথাসময়ে হাজির হয়। পূজা আরম্ভ হইতেই অন্ততঃ তেরটী মাটীর ভাঁড়ে করিয়া গ্রামদেবতার সম্মুখে 'পণা' ভোগ দেওয়া হয়। তেরটী ভাঁড়ের একটি গ্রামদেবতার জন্য, অন্য বারটী 'রাণ্‌কাণি' দেবীর জন্য। ২।৪ জন গ্রামবাসী এই ভাঁড়গুলি মাথায় করিয়া গ্রামের শেষে চৌমাথা পর্য্যন্ত যায়। কালিশীদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামদেবতার, কেহ বা মঙ্গলার, কেহ তারিণীর এবং অন্য সকলে রাণ্‌কাণির পক্ষ গ্রহণ করে। এই শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে হাড়ীরা ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যায়, তাহাদের সঙ্গে ঝুনা নির্ম্মিত পাত্রে ধূপ পোড়ান হয়। গ্রামের শেষে চৌমাথায় গিয়া তাহারা পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে। যাহারা কালিশী সাজিয়াছিল, পূজার শেষে তাহারা 'দশা' পায়, এবং তাহাদের মাথায় ও মুখে জল ঢালিলে তবে তাহারা চেতনা ফিরিয়া পায়। তখন তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে,—পথে কখনও পিছন ফিরিয়া তাকায় না।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, রঙ্কিণী দেবী পূর্ব্বে কেওঞ্ঝর অঞ্চলে গ্রামদেবতারূপে বিরাজিত ছিলেন, পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাত্রা করিলেন? শুদ্ধ প্রস্তরখণ্ড হইতে পরে অষ্টভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ,—ইহাই ছিল তাহার পরিণতি। *

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

* রঙ্কিণী দেবী ও নরবলি সম্বন্ধে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

(১৮৬০-১৮৬১)

সংবাদপত্র

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র—কাকিনীয়া, রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'কেস্যাঞ্চিৎ রঙ্গপুর-বাসিজনানাং'-এর প্রেরিত পত্রে এই সাপ্তাহিক পত্র-প্রকাশের আয়োজনের কথা আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রখানি এইরূপ :—

> ...কুণ্ডিগোপালপুরে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামক এক সমাচার পত্র প্রচার ছিল, তথাকার ভূমাধিকারি বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে ঐ পত্রেরও অবসান হয়, তৎপরে এদেশে দ্বিতীয় পত্র প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি কাকিনীয়ার ভূমাধিকারী দেশহিতবৎসল শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বহুব্যয়ে কলিকাতা হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও তদুপযোগী সমস্ত দ্রব্য এবং কর্ম্মচারি আনাইয়া কাকিনীয়া রাজধানীস্থ ভূগোলোক বাটীতে এক যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছেন, এই যন্ত্র হইতে অচিরেই 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' নামক এক সংবাদ পত্র প্রকাশ হইবেক এমত সম্ভাবনা আছে।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের প্রকাশকাল লইয়া গোল আছে। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ১৯১, ৪৪২) ইহার প্রকাশকাল "১৮৬১ সন" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'ও প্রকাশ—

> বৈশাখ ১২৬৭।—...রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র রঙ্গপুর অন্তর্ব্বর্ত্তি কাকিনীয়া ভূগোলক বাটী ভূমাধিকারী শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে প্রকাশ হয়। (১৪ই মে ১৮৬০)

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। ১৮৬৫ সনের গোড়ায় তিনি সম্পাদকীয় কার্য্য ত্যাগ করেন। ১৯এ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র পাঠে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় :—

> রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন রঙ্গপুর অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান, তিনি পুনরায় রঙ্গপুর প্রত্যাগত হওনাবধি একদিনের জন্যও স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় ৺শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে রঙ্গপুরে উক্ত যন্ত্র স্থাপিত ও পত্র প্রকাশিত হয়। মফস্বলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত সর্ব্বপ্রথমে শম্ভুবাবু করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে মফস্বলে বাঙ্গলা ছাপাখানা ছিল না।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম ভাগ—১০, ২১-২২, ২৫, ৩০-৩১, ৩৩, ৩৫-৩৬, ৩৮ ও ৪০ সংখ্যা।
দ্বিতীয় ভাগ :—৫২, ৫৪, ৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৯, ৭২-৭৩, ৭৫ সংখ্যা।

ঢাকাপ্রকাশ

১৮৬১ সনের মার্চ মাসে 'সোমপ্রকাশে'র অনুকরণে ঢাকা হইতে 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সপ্তম সংখ্যার তারিখ—৭ই বৈশাখ ১২৬৮, বৃহস্পতিবার। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ঢাকাপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫এ ফাল্গুন ১২৬৭ (৭ই মার্চ ১৮৬১), বৃহস্পতিবার।

১৩৩৭ সনের ৭ই বৈশাখ (৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' তৎকালীন সহকারী-সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ঢাকাপ্রকাশের জীবনকথা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত ঢাকাপ্রকাশের "পূর্ব্ববিবরণ" অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল :—

"ঢাকাপ্রকাশের জন্ম ও বাল্যজীবন।—পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'মনোরঞ্জিকা' তুলিয়া দিয়া উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গ একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং তাহারই ফলে বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন [ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ, ২৫এ ফাল্গুন হইবে] বৃহস্পতিবার ঢাকাপ্রকাশ জন্ম গ্রহণ করে।...ঢাকাপ্রকাশ প্রথমে প্রতিসপ্তাহে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত, এবং উহা 'গুরুবার' বলিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত আছে; ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্রিকার অঙ্কে মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম কোথায়ও দেখা যায় না; ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হইত, এবং মজুমদার মহাশয়ই মূল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর পত্রিকা রয়েল চারি পেজী ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল 'ডাকমাশুল সমেত ৫৲ টাকা'। প্রথমাবধিই ঢাকাপ্রকাশ

'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'

এই ঋষিবাক্য সাধনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আজিও তাহা অব্যাহতই আছে, কেবল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয় উহার সহিত চরণের অপরার্দ্ধ

'প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটেঃ'

যোগ করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয় বৎসরে ঢাকাপ্রকাশের কলেবর পুষ্ট হইয়া ৩ ফর্ম্মা বা ১২ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়, এবং তখন উহার মূল্যও 'ডাক মাশুল সমেত ৮৲ টাকা' নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই নব প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন; কাযেই প্রথমাবধি ঢাকাপ্রকাশে এই ধর্ম্মমত মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় বালিয়াটীনিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে ঢাকাতে আর একটী মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন, এবং মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় 'বিজ্ঞাপনী' নামে অপর একখানি সাপ্তাহিক

পত্র প্রচারে যত্নবান্ হন। বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছিল কি না, * এবং বাহির হইয়া থাকিলে কতদিন জীবিত ছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।...

মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্যভার ত্যাগ করিলে, তদানীন্তন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্ত্তী স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন [ঢাকা শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক] উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, এবং ২৩ হইতে ৩৬ সংখ্যা পর্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হয়; এই কয় সংখ্যায় সেন মহাশয়ের নাম প্রকাশক রূপে মুদ্রিত আছে। এই ২৩ সংখ্যা হইতে পত্রিকা গুরুবারের পরিবর্ত্তে শুক্রবার বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশক রূপে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর নাম মুদ্রিত দেখা যায়; কিন্তু ৩৮ সংখ্যা হইতে ৺গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করায়, ৪র্থ বর্ষের বাকী কয় সংখ্যা তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষে বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক-রূপে পরিচিত হন, এবং প্রিণ্টার প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পঞ্চম বর্ষ হইতেই পত্রিকাপ্রকাশের দিন শুক্রবার পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া রবিবার করা হয়; সেই হইতে এ পর্যাস্ত রবিবারই ঢাকাপ্রকাশ যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে।

উপরিউদ্ধৃত অংশে প্রকাশ, ৪র্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। এই উক্তি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। সম্পাদকীয় দায়িত্ব মজুমদার মহাশয়ের উপর ছিল না। 'ঢাকাপ্রকাশে'র ৪র্থ বৎসর ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম 'প্রকাশক' রূপেই পাওয়া যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি 'ঢাকাপ্রকাশে'র দ্বিতীয় বর্ষের শেষাশেষি কর্ম্মচ্যুত হন। তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ 'সোম-প্রকাশ পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দুইটি হইতে জানা যাইবে :—

বিবিধ সংবাদ।—৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার। আমরা [১২৬৯ সন] ২৮এ কার্ত্তিকের ঢাকাপ্রকাশ দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। এই পত্র যাঁহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা নিতান্ত কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সম্পাদক তত্রত্য দেশহিতৈষিণী সভার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য নব্য সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির অসারবৎ ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছিল। এই অপরাধে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছিলেন? ঢাকাপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে আসিবার পূর্ব্বে আমরা ঐ সম্বাদ পাইয়াছিলাম, কেবল ঢাকানিউসে বিপরীত বৃত্তান্ত প্রকাশ হওয়াতে আমরা তাহা প্রকাশ করি নাই। অধ্যক্ষেরা স্বার্থের অনুরোধে অথবা অন্তবিধ অনুরোধে যখন ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিলেন, তখন ঢাকাপ্রকাশ হইতে যে উপকার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা হতাশ হইলাম। অধ্যক্ষেরা বিনা পক্ষপাতে বলুন দেখি ব্রজসুন্দর ও কাশী [ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়?] বাবুর ব্যবহার তাঁহাদিগের যোগ্য হইয়াছে কি না? ('সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২)

ঢাকাপ্রকাশের পদচ্যুত সম্পাদক আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এক পত্র বার্ত্তা প্রকাশিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন। এ পত্র প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। সকলেই দেশহিতৈষিণী সভাকে পূর্ব্বেই চিনিয়াছেন। ('সোমপ্রকাশ.' ১ ডিসেম্বর ১৮৬২)

এই পদচ্যুত সম্পাদক কে, জানা গেল না। ইনি কি মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়?

'ঢাকাপ্রকাশে'র ৫ম বর্ষের কোন্ সময় হইতে পত্রিকা-প্রকাশের ভার প্রসন্নকুমার

* 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; যথাস্থানে ইহার কথা আলোচিত হইবে।

ভৌমিকের উপর পড়ে, তাহার আভাস ১৮৬৫ সনের ৩রা নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

> সোমপ্রকাশের ন্যায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।' ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটা অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়!

'ঢাকাপ্রকাশ' এখনও বাঁচিয়া আছে এবং নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ঢাকাপ্রকাশ আপিস :—১ম বর্ষ (১ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা বাদে), তৃতীয় ও ৬ষ্ঠ বর্ষ। শ্রীযুত ভবতোষ দত্ত, এম-এ, এই কয় বর্ষের 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ২৯শ সংখ্যা।

মনোহর

'মনোহর' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা যোড়াসাঁকো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত ; সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার "২য় ভাগ, ১৯ সংখ্যা"র তারিখ—২৫এ নভেম্বর, ১৮৬১। অর্থাৎ 'মনোহর' পত্রের ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১০ই জুন ১৮৬১ (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮)। ইহা হইতে মনে হয়, কাগজখানি ১৮৬০ সনের জুন মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মনোহর' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—২য় ভাগ, ১৯-২২ সংখ্যা।

বঙ্গ হিতার্থিনী

১৮৬১ সনের মে মাসে (বৈশাখ ১২৬৮ ?) 'বঙ্গ হিতার্থিনী' নামে একখানি নূতন পত্রিকা—খুব সম্ভব সাপ্তাহিক—প্রকাশিত হয়। ১৮৬১, ২০এ মে তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।— …বঙ্গ হিতার্থিনী নামে এক খানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত।

ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র

১২৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (মে, ১৮৬১) মাস হইতে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র' নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র রত্নাবলীর মর্ম্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহার সম্পাদক। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সবিস্তর লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদক অত্রত্য কতিপয় প্রধান ও ধনবান লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহার মূল্যগ্রহণ রীতি করা

হয় নাই। সম্পাদক ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সাহায্যদান করিয়াছেন এবং যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য তারক চূড়ামণির কৃত বিজ্ঞাপন অবিকল গ্রহণ করিলাম।

'বিজ্ঞাপন—নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে সাহায্য করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত	রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫০
„	রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫০
„	রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর }	১৫০
„	রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুর }	
„	কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়	৫০০
„	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০
„	অভয়াচরণ গুহ	৫০
„	রমানাথ ঠাকুর	৫০
	মোং	১৩৫০

এক সহস্র তিন শত পঞ্চাশ টাকামাত্র

শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি সম্পাদক।'

* * *

সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিতেছেন। এবম্বিধ বিষয়ের অনুশীলন এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতাদৃশ বিষয়ের অনুশীলন ব্যতিরেকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবিত নহে। উক্ত পত্র খানি উত্তম অক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইতেছে, পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। গুণ বিচার কালে আমাদিগের লেখনী যেমন অগ্রসর হয়, দোষ বিচার কালে সেরূপ হয় না, দোষ বিচার করিয়া নূতন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটী দোষের উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। আমরা উক্ত সম্পাদক ও তাঁহার পাঠকগণের উপকারার্থই সেই দোষোল্লেখরূপ অপ্রিয় কার্য্য স্বীকার করিলাম। উক্ত পত্রের রচনায় প্রসাদ গুণের অল্পতা দৃষ্ট হইল। সম্পাদক তৎসংশোধনে যত্নবান হউন, এই আমাদিগের আশংসনীয়।

'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রে'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন

১৮৬১ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৮) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' নামে একখানি দ্বিসাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬১, ১লা জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশ'-পত্রে পাই,—

এই আষাঢ় মাসে সজ্জনরঞ্জন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক। এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি দুই দিন করিয়া প্রকাশ হইবে। ইহাতেও রাজনীতিঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের

নূতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে।

প্রকৃতপক্ষে ইহা 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্রের নবপর্য্যায়; কারণ, এই পত্রিকাখানি সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৯ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৮ সনে বন্ধ হইয়া যায়।

এই পত্রের শিরোনামের নীচে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রজ্ঞতো ভাস্করো
গুপ্তেহস্তেহপি প্রভাকরেশ্বর ইতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেহপিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সম্বন্ধর্দর্শে কথং॥
সোমঃ সোহপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু সং
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিল্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সম্বন্ধব্যবহারদর্শনবিধৌ সোহপ্যোষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ॥

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' এই শ্লোকটির উপর যে মন্তব্য করেন, তাহাও উদ্ধৃত করা হইল :—

ইহা পুনরায় আমাদিগকে সেই কদর্য্য পত্র প্রচারণ কাল স্মরণ করাইয়া দিল; আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক এ শ্লোকটি তুলিয়া দিবেন; এবম্বিধ শ্লোক সত্ত্বে সজ্জনরঞ্জন কখনই সহৃদয়হস্তে স্থান পাইবে না। পুষ্পে কীট দেখিতে পাইয়াও কে তাহার আঘ্রাণ লইয়া থাকে? (১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৮-৫৯)

পরিদর্শক

১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার আবির্ভাব সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬১, ২২এ জুলাই লিখিয়াছিলেন :—

পরিদর্শক নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এতৎ সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। নূতন বলিয়া এক্ষণে আমরা এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। এখন ইহার প্রশংসা স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে ইহার রচনা হইতেছে। এখন এ গুণও পরম দুর্লভ স্থান হয়।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৯) এই দৈনিক পত্রখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন :—

পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

'পরিদর্শক' পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই ; সে অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইল। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাস' (পৃ. ৮৬) পুস্তক হইতে জানা যায়, 'পরিদর্শক'-সম্পাদনে কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। 'পরিদর্শকে'র এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৮৬২, ২৪এ নভেম্বর তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন,—

> পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটাই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যে রূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয় সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায় গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এবিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্ট গ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সম্পাদক সেইটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে কেবল যে আমরা পরিতোষ লাভ করিব এরূপ নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।
>
> > "অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদিও সংবাদ পত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গলা পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে এক মাসের পুরাতন সংবাদ অনুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদ পত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই ব্যাপৃত আছেন। ইংরাজী পত্রের মুখপ্রেক্ষী নহে এরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রই নাই। বিশেষতঃ ইংরাজি পত্রের যত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও যতদূর সুবিধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের তত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও সুবিধা হইবার উপায় নাই, ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রপাঠে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ

বাঙ্গালিদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয় ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে তত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালির রীতি নীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন সুতরাং দেশহিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আবর্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারেন ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সংবাদ পত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটী হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্র প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল বিষয় অন্যান্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও ইহাতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণ রূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য পথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কার রাশি নিরাকৃত হয় তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারি ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি, আমরা শিশুকাল হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যার পর নাই সেবা করিতেছি, পরন্তু তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এই মাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইবে না।”

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে

যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দোষক্ষেপ কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালিদিগের দিন দিন পাঠ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সেই বুভুক্ষার অনুরূপ ভোজ্য লাভ না হওয়াতে তাহার আবার মান্দ্য হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই রূপ, সম্পাদকদিগের যথারীতি পত্র সম্পাদন ক্ষমতা বিরহ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভাল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে কাহার তাহাতে লোভ না জন্মে? ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছেন। আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে? যে যে রূপ ব্যবহার করুক না কেন? সম্মুখে যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমুদায় অতিক্রম করিয়া সৎকর্ম্মসাধন করিব, মনের এইরূপ মহতী প্রতিজ্ঞা চাই। অল্পে ভগ্নোৎসাহ হওয়া আমাদিগের একটী নৈসর্গিক দোষ, তাহাতেই এদেশের উন্নতি এত পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়াছে।

দৈনিক 'পরিদর্শক' পত্রের তিরোধানের আট বৎসর পরে 'সাপ্তাহিক পরিদর্শক' প্রকাশের সংবাদ আমরা পাই। ১৮৭২, ৮ই মে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিয়াছিলেন :—

We have received the second number of the *Saptahik Paridarshak*...

'পরিদর্শক' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম বর্ষের ১২২ ও ১৩৫ সংখ্যা। এই দুই সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১৩ই ও ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৬১।

সুধাকর

'সুধাকর' নামে একখানি সমাচার-পত্র খুব সম্ভব ১৮৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সনের ৬ই জানুয়ারি তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

'সুধাকর' অন্য অন্য অনেক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের ন্যায় কেবল সামান্য বিষয় দ্বারা পরিপূরিত না হইয়া, মহার্থ বিষয় সকলকে স্বহৃদয়ে স্থান দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ ইহার লিপি-নৈপুণ্যও দৃষ্ট হইতেছে।

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়া মনে হয়।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

এই পত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৬১ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়। 'রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করাই ইহার উদ্দেশ্য। ১৮৬২, ৯ই জুনের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

বিবিধ সংবাদ।—২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার। পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন 'যেমন

> কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতি-যোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা নূ্যন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অবিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে ? আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক পত্র ছিল।

ফরিদপুর দর্পণ

১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

> বিজ্ঞাপন।—আমরা কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামক একখানি পাক্ষিক সম্বাদপত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।
>
> পত্রিকা খানির আয়তন ঢাকাপ্রকাশ অপেক্ষা বড় নূ্যন হইবে না।
>
> বার্ষিক মূল্য প্রায় ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। ভরসা করি বিদ্যোৎসাহি স্বদেশ হিতৈষি মহাশয়গণ স্ব২ নাম ও অভিপ্রায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইলেই আমরা একান্ত উপকৃত হইব। বিস্তারিত বিবরণ অনুষ্ঠান পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
>
> ১৭ আশ্বিন ১২৬৮ সাল। শ্রীআলাহেদাদ খাঁ
>
> বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর।
>
> জেলা ফরিদপুর।

'ফরিদপুর দর্পণ' শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না, এখনও জানিতে পারি নাই।

মাসিকপত্র

সত্যপ্রদীপ

'সত্যপ্রদীপ' একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র। ১৮৬০ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।* ইহার প্রকাশক—খ্রীষ্টান্ ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬০ সনে প্রকাশিত হইয়া ১৮৬৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের ফাইল।—

> ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৬১)। ১৮৬১ সনের জানুয়ারি সংখ্যার উপর লেখা আছে "১নং, ২ খণ্ড।"

---

* "A monthly Magazine for the young *The Lamp of Truth*, 18 pp., was commenced in 1860 by the Christian Vernacular Education Society, and was continued till the end of 1864. The entire circulation each year was as follows :— 32,795 ; 26,360 ; 16,800 ; 13,589 ; 15,564."—Murdoch's *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* (1870), p. 25.

জ্ঞানচন্দ্রিকা

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' একখানি মাসিকপত্র। ইহার সম্পাদক ছিলেন কবি বলাইচাঁদ সেন। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে পত্রিকার শীর্ষদেশে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' নামের নীচে "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" (কৃষ্ণের অগ্রজ=বলাই) মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত "পত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ সেনস্য" স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপনে এই মাসিকপত্রের মূল্য শীঘ্র প্রদান করিবার অনুরোধ আছে, "যেহেতু শ্রীশ্রী ৺শারদীয়া পূজা অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" ইহা হইতে মনে হয়, 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' ১৮৬০ সনের এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬৭) মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (খণ্ডিত)।

কবিতাকুসুমাবলী

'কবিতাকুসুমাবলী' ঢাকার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৬০ সনের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ইহা একখানি পদ্যবহুল পত্রিকা; প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার কলেবর পদ্যেই পরিপূর্ণ ছিল। তৃতীয় সংখ্যা হইতে কিছু-কিছু গদ্য ইহাতে স্থান পাইতে থাকে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "কবিতা আলোচনার আবশ্যক" প্রবন্ধে 'কবিতাকুসুমাবলী'-প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আছে :—"ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।"* 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে যে শ্লোকটি থাকিত, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী ॥

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'কবিতাকুসুমাবলী'তে প্রায়ই পদ্য লিখিতেন।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"কবিতাকুসুমাবলী এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।" এই সংখ্যা হইতে প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন'টি উদ্ধৃত করা গেল; ইহা পাঠে অনেক কথা জানা যাইবে :—

> "**বিজ্ঞাপন।** *কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারণে প্রবৃত্ত হওয়া* গেল। এইক্ষণ অবধি ইহা প্রতিমাসের বিংশতি দিবসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের সমীপস্থ হইবে। যদ্যপি কখন কোন অপ্রতিকার্য্য দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, ভরসা করি এ প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না।

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য'—কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ৩৫৩।

বিগতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসে এই পত্রিকা প্রথম জন্মগ্রহণ করত কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানাকারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। তন্নিবন্ধন গ্রাহকগণমধ্যে অনেকে কবিতাকুসুমাবলীকে সংশয়িতজীবন বোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকূল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ সানুকম্প ব্যবহার করিলেই বোধ হয় আর এই পত্রিকাকে সংশয়িত-প্রাণা হইতে হইবে না।

গতবর্ষে যে প্রণালীতে এতৎ পত্রিকার রচনা কার্য্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথম-ভাগের মধ্যে মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটী প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতাকুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন, এবং সেই স্পৃহা পরিপূরণার্থ আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন।

এবার আমরা কবিতাকুসুমাবলীর কায়িক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম, অত্রত্য যন্ত্রালয়ের অপরিপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহা সম্যক পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম না। তথাপি যতদুর পারি, তদনুষ্ঠানে অযত্নপর থাকি না। এক্ষণ অবধি আমরা কবিতাকুসুমাবলীর আর দুইটী পেজ বৃদ্ধি করত তাহাকে সুদৃশ্য আবরণে আবৃত করিয়া গ্রাহকসমীপে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্বশতঃ আমাদের ব্যয়বাহুল্য হইলেও আমরা সাধারণের সুলভার্থ ইহার মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করিলাম না।

এক্ষণ অবধি প্রদেশমধ্যে যাঁহারা কবিতাকুসুমাবলী গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা ডাক মাসুল সহ বার্ষিকমূল্য (২।• টাকা) প্রেরণ না করিলে আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা প্রথমাবধি কুসুমাবলী গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এতন্নিয়ম অবগত্যর্থ এবারেও তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইল। যাঁহার২ ইহা গ্রহণে স্পৃহা হয়, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই মূল্য প্রেরণ করিবেন, অন্যথা তাঁহাদের নিকট আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

বিদ্যোৎসাহিতা গুণের উপর নির্ভর করিয়া এবারেও কোন২ বিজ্ঞ মহোদয়ের সমীপে বিনা প্রার্থনায় পত্রিকা পাঠান গেল, তাঁহাদের যদ্যপি কাহার গ্রহণেচ্ছা হয়, মূল্য সহ পত্র পাঠাইবেন, রীতিমত পত্রিকা প্রেরণ করা যাইবেক। নতুবা তাঁহারদিগের নিকট কবিতাকুসুমাবলী প্রেরণে ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

কবিতাকুসুমাবলীর স্থানীয় গ্রাহকের সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যাই অনেক। অতএব তাঁহাদিগের সুলভের নিমিত্ত

আমরা এই নিয়ম অবধারণ করিতেছি, যে তাঁহারা যদ্যপি কবিতাকুসুমাবলীর বার্ষিকমূল্য প্রদানে একান্তই অশক্ত হয়েন, মাস২ পত্রিকা গ্রহণ করিয়া মাস মাস মাসিক মূল্য ৵১০ আনার হিসাবে মূল্য পরিশোধ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু যিনি প্রথম মাসের মূল্য দ্বিতীয় মাসে আদায় না করিবেন, তাঁহাকে আর পত্রিকা দেওয়া হইবে না।

পরন্তু বিজ্ঞাপ্য এই যে বিশৃঙ্খলা বিনির্মুক্ত হইবার আশয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয়ভাগ প্রচার না করিয়া ভাদ্র মাস হইতে ইহাকে সংখ্যা বিশিষ্ট করিয়া প্রচারিত করিলাম।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশক।"

'কবিতাকুসুমাবলী'র পদ্য-রচনার নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "মঙ্গলাচরণ"টি উদ্ধৃত করা গেল :—

মঙ্গলাচরণ।

হেমন্ত হইলে অন্ত ঋতুকুলেশ্বর,
যতনে সাজান বনস্থলী-কলেবর,
(যেমন প্রণয়ীজন অনুরাগভরে,
প্রিয়া-তনু নানাসাজে অলঙ্কৃত করে।)
হরিতে লাবণ্য যত মানবের মন,
দিয়া নানা-বনরত্ন-কুসুমাভরণ।
অহো বনস্থলী-রূপ হেরি সে সময়,
আনন্দ অর্ণবে ভাসে কার না হৃদয় ?
উপবন-শোভাহর-পুষ্পাজীবদলে,
হরে লয়ে১সে সকল ভূষা স্বস্ব বলে ;
নিদয়হৃদয় যথা ভীষ্ম দস্যগণ,
লুটে অসহায়ারাজ-বালা-আভরণ।
প্রকাশিতে স্ব স্ব শিল্প-চতুরতা-সার।
গাঁথে নানাকৌশলসম্পন্ন চারুহার।
কিন্তু হে বিশ্বরঞ্জিনি ! সে কুসুমাবলী,
কতক্ষণ হেরে নর হয় কুতুহলী ?
কতক্ষণ আর তাহা ফুল্ল ভাব ধরে ?
কতক্ষণ আর তাহা সুবাস বিতরে ?
কতক্ষণ আর তাহা মন মুগ্ধ করে ?
শোভাশূন্য হয়ে পড়ে দণ্ডদুই পরে।
হে জগরঞ্জিকে ! কবি-হৃদয়-আসনে !
তোমার প্রসাদ-লব্ধ যত কবিগণে,
স্বভাবোপবন হতে করিয়া চয়ন,
কবিতাকুসুমাবলী করে যে গ্রন্থন,
সে হার কি আর মাতঃ ম্লান কভু হয় ?
চিরদিন সমভাবে সম ভাবে রয়।
ভাবুক সজ্জনগণ-মন-মধুকরে,
নানারস-মধুপান সদা তাহে করে।
কিন্তু দেবি, হেন হার করিতে গ্রন্থন
পারে কয়জন বল পারে কয়জন ?
হে সারদে ! তুমি কৃপা করি যেই পুত্রে,
কবিতাকুসুমাবলী কল্পনার সূত্রে ;
শিখাইলে কটাক্ষেতে করিতে গ্রন্থন,
পারে সেইজন মাত্র পারে সেইজন।
বল গো সারদে ! আমি কিরূপে এখন,
কবিতাকুসুমাবলী করিব গ্রন্থন ?
নাই সে কবিত্বশক্তি—যার বলে কবি,
বচনে চিত্রিত করে প্রকৃতির ছবি।
নাই তব কৃপাবল যে বলের বলে,
কবিকুল অনশ্বর অবনীমণ্ডলে।
কল্পনার সূত্র নহে সুদীর্ঘ আমার
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি কি প্রকার ?
এদাসে কর গো গুণী আপনার গুণে,
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি বিনাগুণে।

'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা।

১৮৬০ সালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরও তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬০-৬১) হইতে এগুলির নামধাম সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করিতে না পারায় আমরা মজুমদার-মহাশয়ের গ্রন্থের ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৬৫-৬৭) সাহায্যে এই তিনখানি মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।—

১। নবব্যবহার সংহিতা

ঢাকা সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে আইন, সার্কুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইত। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল—অগ্রিম ৪৲ টাকা। 'নবব্যবহার সংহিতা' ১২৬৭ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছিল। 'কবিতাকুসুমাবলী' ইহার প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে লেখেন,—

> পাঠকবর্গের আপাততঃ রাজনীতি রসশূন্যা বোধ হয় বটে; কিন্তু তজ্জন্যই এতৎপাঠে উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সত্য বটে বিজ্ঞান বিদ্যা, গণিত বিদ্যা, সুকুমার বিদ্যা, সমধিক উপকারিণী কিন্তু রাজনীতিও অকিঞ্চিৎকরী নহে। রাজনীতিতে পরিজ্ঞান জন্মিলে বিচারশক্তি সমুন্নত হয়, আনুসঙ্গিক দেশাধিপতির শাসনপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মে। শাসন-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে ধর্ম্মাধিকরণে আদৃত হওয়া যায়। তন্নিবন্ধন বহুল উপকারের সম্ভাবনা। অতএব আমরা ভরসা করি 'নববাবহার সংহিতা' জনসমাজের আদরণীয় হইতে পারে।

১৮৬২ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পাঠ করিয়া আমি 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। এই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে সম্পাদক নিম্নলিখিত "বিজ্ঞাপন" প্রকাশ করিয়াছেন :—

> বিজ্ঞাপন।
>
> প্রতি মাসের গবর্ণমেন্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরকুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নববাবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতিপক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেন্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজ নিয়ম শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেন্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেন্টের আদেশঅনুযায়ি কার্য্যকরণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ শ্রেণী পূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতি পুরণের দায়ী হইবেন।
>
> শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক
>
> ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল।

২। ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী

এই পত্রিকাখানি ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে মাসে-মাসে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন—বিক্রমপুর দুধুরিয়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকার। ১২৬৭ সালের শারদীয় পূজার পূর্ব্বে 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। বিক্রমপুর-কুকুটীয়া সংস্কারশোধিনী

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিক-পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কুকুটীয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' পত্রিকার পরে 'কুকুটীয়া সংস্কারশোধিনী' প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে আমি আর একটু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১২৭৪ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পল্লী-বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

> কিয়দ্দিবস বিগত হইল বিক্রমপুর হইতে "সংস্কার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশকগণের শৈথিল্যে এবং নানাবিধ অন্তরায়ে বৎসেক গত না হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।......ভাগ্যকুল নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত প্রেমচান্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রীজগন্নাথ সরকার। ১৮৬৮ ইং ৩রা এপ্রিল।

বিজ্ঞান কৌমুদী

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ৩৪৬) লিখিয়াছেন :—

> ১৮৬০ অব্দে জগমোহন তর্কালঙ্কার 'বিজ্ঞানকৌমুদী' নামে এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন,......'বিজ্ঞানকৌমুদী' অধিক দিন কৌমুদী ছড়াইতে পারেন নাই।

এই পত্রিকার কোন খণ্ড, বা সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার প্রচারের উল্লেখ আমি এখনও পাই নাই।

(১) গদ্যপ্রসূন। (২) গদ্য মাসিক।

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুইখানি মাসিক পত্রিকার নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৬৭) :—

> 'গদ্যপ্রসুন'—ঢাকা সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসুন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত 'গদ্য মাসিক' নামেও এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

এই দুইখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬১ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাথধর্ম্মে বেদতত্ত্ব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পরিষৎ-পত্রিকার ৩১শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, নাথধর্ম্ম যে বেদমূলক, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়গণ এই বিষয়ে আরও অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

উক্ত প্রবন্ধের মূল ভিত্তিস্বরূপ কয়েকখানি পুস্তিকা—অনাদিপুরাণ, হাড়মালা গ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা অদ্যাপিও হস্তলিখিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। ইহার বাহিরে "বেদমালা" নামক একখানি ক্ষুদ্র কলমী পুথি কাছাড় জেলার একজন নাথ যোগীর গৃহে পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে প্রশ্নোত্তরছলে বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে এবং ইহার বর্ণিত বিষয়ের সহিত অনাদিপুরাণ ও যোগিতন্ত্র-কলায় বর্ণিত বেদ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির অনেক সাদৃশ্য আছে।

পুথিগুলির রচনার কাল নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের হাতে যেগুলি পৌছিয়াছে, সেগুলি ৮৬ বৎসরের পূর্ব্বের নকল হইতে উদ্ধৃত। ডাঃ বড়ুয়ার মতে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, "ইহা আজকালের নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে।" বহিগুলির ভাষা ও বর্ণবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত পক্ষেও যদি ইহা আড়াই শত তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বহিগুলির মূল্য আছে। আড়াই শত তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও নিতান্ত গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় বেদের নানা তত্ত্ব আলোচিত হইত—বিশেষতঃ নাথ যোগীদের মধ্যে—ইহা বড় কম আনন্দের বিষয় নহে।

প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, উপরোক্ত পুস্তিকাগুলিতে ঐ সমস্ত বিষয়ের কতকগুলি একটু নূতন ভাবে লেখকের ইচ্ছামত স্থান পাইয়াছে। লেখক যে, কোনও বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না;—তখনকার দিনে হয় ত এই সমস্ত তত্ত্ব সদা সর্ব্বদা সমাজের সাধারণ্যে, অথবা নিজ গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে মুখে মুখে আলোচিত হইত।

বেদের উৎপত্তি

"বেদমালা"র মতে বেদ সরস্বতী হইতে উৎপন্ন; সরস্বতী সাবিত্রী হইতে উৎপন্না। সাবিত্রী গায়ত্রী হইতে, গায়ত্রী ব্যাসতি (= ব্যাহৃতি) হইতে, ব্যাহৃতি অগ্নি ও বায়ু হইতে, বায়ু আকাশ হইতে ও আকাশ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন। এখানে আমরা প্রথমত শ্রুতির "সেই পুরুষ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির কামনা করিলেন, তাঁহার কঠোর তপস্যার ফলে ত্রয়ী

বিদ্যার সৃষ্টি হইল। সেই ত্রয়ী বিদ্যাই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মই সেই ত্রয়ী বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, এবং ব্রহ্ম হইতেই বেদত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল।"—এই প্রসিদ্ধ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্ধকার হইতে সৃষ্টির কল্পনা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের[১] "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্" ইত্যাদি বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

শতপথ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রজাপতি, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও সূর্য্য হইতে সামবেদ সৃষ্টি করেন। এই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া বেদমালালেখক একটু গোলমাল করিয়াছেন। তাঁহার মতে "সামবেদের চন্দ্রমণ্ডলে স্থিতি" ও "যজুর্ব্বেদের বহ্নিমণ্ডলে মণিময় আবরণে স্থিতি"। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

তার পর বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে কথা প্রচলিত আছে, বেদমালাতে সে কথারও উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মার প্রথম বা পূর্ব্বমুখ হইতে ঋগ্বেদ, দ্বিতীয় বা দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় বা পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ ও চতুর্থ বা উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদমালামতে প্রথম হইতে সাম, দ্বিতীয় হইতে যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় হইতে ঋগ্বেদ ও চতুর্থ হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন।

বেদের সংখ্যা

সাধারণতঃ সকলেই জানেন, বেদ চারিখানা এবং উপরি উক্ত বিষ্ণুপুরাণের মতে উহা ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অনাদিপুরাণ, বেদমালা ও যোগিতন্ত্রকলাতে আরও দুইখানি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধেও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছিল[২]।

সামবেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিলবেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥—যোগিতন্ত্রকলা।

আবার— সামবেদ যজুর্ব্বেদ ঋগ্‌বেদ আর।
নিল অনিলবেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥
যড়বেদে যোগীমুত্তমাং।—বেদমালা।

এই যড়্‌বেদের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। এই অতিরিক্ত বেদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, ইহার উত্তরও বেদমালা-লেখক দিয়াছেন,—

পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে সুসম্বনা (সুষুম্না) বেদ উৎপন্ন।—বেদমালা।

এই সুষুম্না বেদেরই দুই শাখা—নিলবেদ ও অনিলবেদ।

১। ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, ৩ ঋক্।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩১ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৮৩ পৃষ্ঠা।

সুষুম্না বেদ, নিল ও অনিলবেদ

এক পক্ষের পণ্ডিতদের মতে বেদ কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা পণ্ডিতসমষ্টির রচিত গ্রন্থ নহে। সৃষ্টির আদি হইতে ব্রহ্মার মুখ হইতেই হউক বা প্রজাপতির ইচ্ছামতেই হউক, অশরীরী দৈববাণী আকাশে বাতাসে ইথারের সঙ্গে দিব্যলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন ঋষি তপঃপ্রভাবে ঐ সব বাণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভাষায় তাহাদিগকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ দৈববাণীই বেদমন্ত্র, আর ঐ ঋষি ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা। এইরূপে অসংখ্য বেদমন্ত্র ঋষিদের নিকট ধৃত বা প্রকট হইয়া গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এবং পরে উহা লিপিবদ্ধ হয়; এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি কার্য্যের সুবিধার্থ সমস্ত বেদমন্ত্রকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে পরিচিত হন। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে তিন ভাগ করা হইয়াছিল, অথর্ব্ববেদ পরের বিভাগ।

সে যাহা হউক, অসংখ্য দৈববাণীর মধ্যে মাত্র কয়েকটীই ঋষিদের নিকট ধৃত হইয়াছে, এবং আরও কত বাণী ইথারের সঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা এখনও কাহারও নিকট ধৃত হয় নাই। ইহা ছাড়াও যে সব মন্ত্র ধৃত হইয়াছিল, তাহাদেরও অনেকগুলি গুরুশিষ্যপরম্পরায় আসিতে আসিতে বিস্মৃত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বেদের মোট ১১৩০ শাখার মধ্যে আজকাল মাত্র ১১শাখা পাওয়া যায়। সুতরাং এই অধৃত ও ধৃত—কিন্তু লুপ্ত বেদমন্ত্রগুলিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া একটী নাম দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ভাষায় বলিতে গেলে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা কৃপ্তবেদ, আর যাহার বিষয় কল্পনা করা হইতেছে, তাহা কল্প্য বেদ। নাথ যোগিগণ এই কল্প্য বেদকেই সুসম্বনা বা সুষুম্নাবেদ আখ্যা দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রকে যেমন নারীরূপে কল্পনা করিয়া প্রভাতে কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী ও সায়াহ্নে বৃদ্ধারূপে ধ্যান করা হয়, বেদমালাতেও বেদসমষ্টিকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন বয়স নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। বেদমন্ত্রের নারীরূপ কল্পনা ঋগ্বেদের "জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ"[৩] এই মন্ত্র হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, এই কল্পিত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কল্পনা করা হইয়াছে,—

কর্ণে রিকিরর্ব্বেদ জজুরর্ব্বেদ নাশিকাতে।
মুখে সামবেদ শুন ভুলানাথে॥
চক্ষে অথরর্ব্বেদ নিলবেদ লিঙ্গে।
শ্রীগুলিতে শসম্বেদ শুন অনাদ্যধর্ম্মে॥—অনাদিপুরাণ।

এই ভাবটী অথর্ব্ববেদ[৪] হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।—

"যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমানি অথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্॥"

৩। ১ম।১২৪।৭, ৪।৩।২, ১০।৭১।৪।
৪। ১০।২৩প্র।৪অ।২০ মন্ত্র।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রাণস্বরূপ, যজুর্ব্বেদ হৃদয়স্বরূপ, সামবেদ লোমবৎ, এবং অথর্ব্ববেদ মুখ-স্বরূপ।

তার' পর বেদমালামতে,—সামবেদ—(১) আনন্দমুখ, (২) প্রধান দেবতা—রুদ্র, (৩) শুক্লবর্ণ, (৪) দ্বিভুজ, (৫) যুবতীবয়স, (৬) তমোগুণে স্থিতি—প্রভু স্থানে সদা করে স্তুতি। যজুর্ব্বেদ—(১) নন্দনমুখ, (২) প্রধান দেবতা—বিষ্ণুদেবতা, (৩) কৃষ্ণবর্ণ, (৪) চতুর্ভুজ, (৫) কিশোরীবয়স, (৬) সত্ত্বগুণে স্থিতি—প্রভু স্থানে যোড় হাতে করে স্তুতি। ঋগ্বেদ—(১) তাম্রমুখ, (২) প্রধান দেবতা ব্রহ্মদেব, (৩) রক্তবর্ণ (৪) দ্বিভুজ, (৫) কুমারীবয়স, (৬) রজোগুণ—দ্বিভুজ আকৃতি, কৃষ্ণনামে আনন্দ হইয়া সদা করে স্তুতি। অথর্ব্ববেদ—(১) ধূম্রমুখ, (২) প্রধান দেবতা কৃষ্ণ গোঁসাই, (৩) পীতবর্ণ, (৪) শত ভুজ, (৫) বৃদ্ধ বয়স, (৬) মৃত্যু না হয় বায়ুমণ্ডলে স্থিতি, বীজরূপ হইয়া সদা করে স্তুতি। নিলবেদ—(১) প্রধান দেবতা—পার্ব্বতী, (২) ধরিত্রীতে স্থিতি। অনিলবেদ—(১) প্রধান দেবতা—শ্রীনাথ যতি—নিরঞ্জন প্রভু, (২) আকাশে স্থিতি।

নাথযোগিগণ চিরকালই দেহতত্ত্বের বিচারে সিদ্ধ ছিলেন। বেদের দেহ কল্পনা করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই;—সেই দেহের সূক্ষ্ম নাড়ী কল্পনারও প্রয়োজন। প্রত্যেক জীবদেহের প্রধান নাড়ী তিনটী। এই তিন যন্ত্র দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাস, রেচক, পূরক ও কুম্ভক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ও রেচক পূরকের কার্য্য চলিতেছে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সুষুম্না নাড়ীর কার্য্য হয় ধ্যানে বা মননে।

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুসম্বনা।
ত্রিকুলের মধ্যেতে জন্মিলা তিন জনা॥

*　　*　　*

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুষম্বনা।
তিন নাড়ী তিন রূপ হরি হর ব্রহ্মা॥

•　　•　　•

সুসম্বনার বাম ভাগে বৈসয়ে ইঙ্গিলা।
তাহার দক্ষিণভাগে বৈসয়ে পিঙ্গিলা॥
ডানি বামে গতাগতি করে দুই নাড়ী।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে সুসম্নারে বেড়ী॥

*　　*　　*

সুসম্বনা নাড়ী আছে শরীর বিস্তারি।
সুসম্বনার মধ্যেতে উত্থিতা সরস্বতী॥—হাড়মালা গ্রন্থ।

সুতরাং প্রত্যক্ষ বেদ, প্রত্যক্ষ নাড়ী, ঋক্ যজু ইড়া; সাম অথর্ব্ব পিঙ্গলা, আর কল্যাবেদ সুষুম্না নাড়ী;—কল্যাবেদ সুষুম্না বেদ। এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতেছি,—

এবং বাঽরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ।
যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ॥—১৪।৫।৪।১০ •

অর্থাৎ এই মহান্ আকাশ অপেক্ষাও মহান্ পরমেশ্বর হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এ সব তাঁহা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে।

সায়ণাচার্য্যকৃত বেদের টীকার উপক্রমণিকায়ও এই ভাবেরই কল্পনা দেখি,—"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।"

কল্প্য বেদ বা সুষুম্নাবেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কতকগুলি বেদমন্ত্র আজ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, ঋষিদের নিকট তাহাদের স্বরূপ এখনও প্রকট হয় নাই; হয় ত বা ভবিষ্যতে কোনও দিন হইবে। ইহা এখনও আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহার নামকরণ করা হইয়াছে অনিলবেদ; ইহার স্থিতি আকাশে।

আবার কতকগুলি মন্ত্র ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু বংশ বা শিষ্যপরম্পরায় আসিতে আসিতে কতক বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল,—শুদ্ধভাবে গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। স্মৃতি-বলে তাহাদের বা তাহাদের অংশবিশেষের সারভাগ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; আবার পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়াও কতকগুলির অনুশাসনের আভাসও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতির স্থানে স্থানে কচিৎ কতকগুলি বেদমন্ত্র পাওয়া যায়, যাহা নাকি প্রচলিত চতুর্ব্বেদের মধ্যে নাই। লুপ্ত বেদের যে অংশ এই পৃথিবীতেই পাওয়া যায়, তাহাকে সমষ্টি ভাবে নিলবেদ বলা হইয়াছে, তাহার "স্থিতি ধরিত্রীতে;"—দেহের লিঙ্গে।

এই "নিলবেদ" নামকরণের আর একটী কারণও থাকিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। একদা গুরু, শিষ্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বেদ প্রত্যর্পণ করিতে বলায় যাজ্ঞবল্ক্য উহা বমন করিয়া ফেলেন। বৈশম্পায়নের অন্যান্য কয়েক জন শিষ্য তিত্তির পক্ষীর ন্যায় সেই বমন উদরসাৎ করেন। এই বিকৃত আকারের যজুর্ব্বেদকে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বলা হয়। ঠিক সেই ভাবে যে বেদ যথাযথ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ একেবারে বিকৃতও বলা যায় না, তাহাকেই নিলবেদ বলা হইয়াছে।

বেদের দিক্ নির্ণয়

অথর্ব্ববেদ ও যজুর্ব্বেদে নানা দিকের বর্ণনা আছে। কেহ কেহ এই দিগ্‌বিভাগকে বৈদিক যুগের ভারতবর্ষের খণ্ড বিভাগও মনে করেন। প্রাচী বা পূর্ব্বদিকে সম্রাট্ নৃপতি, দক্ষিণদিকে ভোজনৃপতি, প্রতীচী বা পশ্চিম দিকে স্বরাট্ ও উদীচী বা উত্তর দিকে বিরাট্ নৃপতিদের দেশ; আর ধ্রুব মধ্যম দিকের নৃপতিদের, উপাধি রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই পঞ্চ দিগ্‌বিভাগ। অথর্ব্ববেদের পঞ্চ উপবেদের বর্ণনাকালেও "প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীম্ উদীচীং ধ্রুবাম্ ঊর্দ্ধাম্ ইতি" অর্থাৎ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ধ্রুবসম্পাত উত্তর ও ঊর্দ্ধ, এই পঞ্চ দিক্; আর এই পঞ্চ দিকে যথাক্রমে সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাস-বেদ ও পুরাণবেদের স্থিতি।

এই মন্ত্রের৫ ব্যাখ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্বাঞ্চলের নাগাদিগের জন্য সর্পবেদ, দক্ষিণের পেরিয়া প্রভৃতির জন্য পিশাচবেদ কি না, ঠিক বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ ক্রমে তৃতীয় দিক্ পশ্চিমের—পারস্যাদির জন্য যে অসুরবেদ রক্ষিত হইয়াছিল, যাহার অস্তিত্ব এখনও প্রসিদ্ধ—তাহা বলিতে বিশেষভাবে প্রবৃত্তি হয়। আর সেই অসুরবেদই আবেস্তা; ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। . ইতিহাস-বেদ চীন প্রভৃতির জন্য; পুরাণবেদ সকল জাতিরই ঊর্দ্ধগতিদায়ক—এইরূপ অর্থ একান্ত অসঙ্গত নহে। চীনের প্রাচীনতা ও ইতিহাসপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ এবং পুরাণালোচনায় সদ্‌গতি লাভ সকলের পক্ষেই সম্ভবপর।"১ অনাদিপুরাণে লিখিত আছে,—

পূর্ব্বে রিক্ষিরবেদ শুনহ মহেশ্বর।
উত্তরে জজুরর্ব্বেদ শুনহ শঙ্কর॥
পশ্চিমে শামবেদ শুনহ শঙ্কর।
দক্ষিণে অথরর্পণাবেদ শুনহ শঙ্কর॥
ধর্ত্তি নিলবেদ শুন ভুলানাথ।
আকাশে অনিলবেদ কইলাম তুমাত॥

আবার বেদমালা মতে ঋগ্বেদ নৈঋর্তে, সামবেদ চন্দ্রমণ্ডলে, যজুর্ব্বেদ বহ্নিমণ্ডলে, অথর্ব্ববেদ ঈশানে স্থিত।

তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা মত এখানে দিক্ ধরিয়া বেদকে জাতিবিশেষের সম্পত্তি মনে করিলে প্রমাদ ঘটিবে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রত্যেক দিকের এক একজন অধিপতির উল্লেখ দেখা যায়, সেই সেই দেবতা সেই সেই দিকের অধীশ্বর। যথা,—

পূর্ব্বেতে বন্দনা করি পূর্ব্বদিক্‌পতি।
পশ্চিমে বন্দনা করি দেব যদুপতি॥
দক্ষিণে বন্দনা করি দক্ষিণ সাগর।
উত্তরে কৈলাসে বন্দি দেব মহেশ্বর॥—ইত্যাদি।

ঠিক এই ভাবেই পবিত্র দেববাণী বেদকেও এক এক দিকের অধিপতি দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন্ দিকের অধিপতি কোন্ বেদ, ইহা নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীরাজমোহন নাথ

৫। "স দিশোঽন্বৈক্ষত প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীম্ উদীচীং ধ্রুবাম্ ঊর্দ্ধ্বাম্ ইতি। প্রক্রমান্ পঞ্চ বেদান্ নিরমিক্ষীত সর্পবেদং পিশাচবেদং অসুরবেদম্ ইতিহাসবেদম্ পুরাণবেদম্।"—শিলং বার্ষিকী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

১। শিলং বার্ষিকী পত্রিকা, ১৩৪১ সাল, ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ী-বাংলার আলিপনা-চিত্র *

"[শূরভূম ও গোপভূমের]

রাঢ়ী-বাংলার প্রাচীন লিপি আবিষ্কার

কতিপয় বৎসর হইতে প্রাচীন রাঢ়ী-বাংলার আদিম অধিবাসী—হড় (সামাতাল), কোল, হো, ওরাও, প্রভৃতি প্রাকৃত জাতিগুলির ভাষা এবং সামাজিক ব্যবহারমূলক আচরণাদির বিষয় অবগতির জন্য, পশ্চিম-রাঢ়ের পাহাড়িয়া অঞ্চলে, অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছি। কালীপাহাড়ী ষ্টেশনের অনতিদক্ষিণস্থ ডামরা (ডামর) গ্রামে, তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র নির্ব্বাচন করিয়া, মধ্যে মধ্যে অবস্থান করি। সেনপাহাড়ী, সেনভূম হইতে দুর্গাপুর এবং মানভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া (মল্ল এবং শূরভূম) এবং পশ্চিম-বর্দ্ধমান ও পঞ্চকোট পাহাড়গুলি, আমাদের পর্য্যবেক্ষণ-সীমার অন্তর্গত।

ঘটনাচক্রে অবগত হই যে, বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত (শূরভূম), বেহারীনাথ পাহাড়ে, একখণ্ড পাথরে, শস্য-গুচ্ছ এবং ছাগ-গবাদির খুরের মত চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সেই সময়ে মহেন্‌জোদাড় এবং হড়প্‌পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত থাকায়, উক্ত বেহারীনাথ পাহাড়ের চিত্রগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাঁকুড়া জেলার *কুজকুড়া গ্রামের অনতিসন্নিকটেই বেহারীনাথ পাহাড় এবং প্রাচীন বেহারীনাথ নামে শিবলিঙ্গ* বিদ্যমান। কুজকুড়া গ্রামনিবাসী শ্রীমান্ গদাধর পসারী মহাশয়ের অনুগ্রহে, তাঁহার গৃহে গমন করি, এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট অবগত হই যে, উক্ত পাথরখানি, তথায় 'দাউনী পাথর' নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে,—শিব ঠাকুর যখন চাষ করিয়াছিলেন, তখন যে স্থানে শস্যাদি দাউনী করিয়াছিলেন, সেই স্থানেরই উক্ত পাথরখানি। বাঘ, বৃষ, মহিষ ইত্যাদির দ্বারা, উৎপন্ন শস্যাদির দাউনী (মাড়াই) করার জন্য, উক্ত পশু ও শস্যাদির চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

যথাকালে 'দাউনী-পাথর' দেখিতে যাই। বেহারীনাথ শিবমন্দিরের অনতিদক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেঁদ (বন-গাব)-বনে, উক্ত পাথরখানি রহিয়াছে। প্রস্তর-খানি পাহাড় হইতে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তরের দুই প্রান্তে যাহা উৎকীর্ণ আছে, উহার প্রতিকৃতি ৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী চিহ্নগুলি, প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দেখিয়া বোধ হইল, অপেক্ষাকৃত অগভীর চিহ্নগুলি, দীর্ঘকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় একাধিক ভগ্ন দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* সন ১৩৪১, ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভিত্তি-চিত্র

১



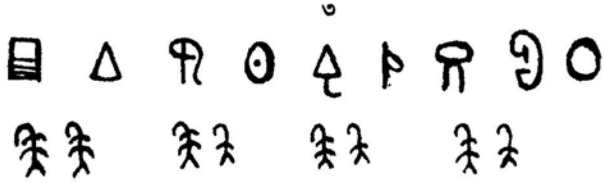
দ্বারদেশের বাজু ও কপালী চিত্র

২



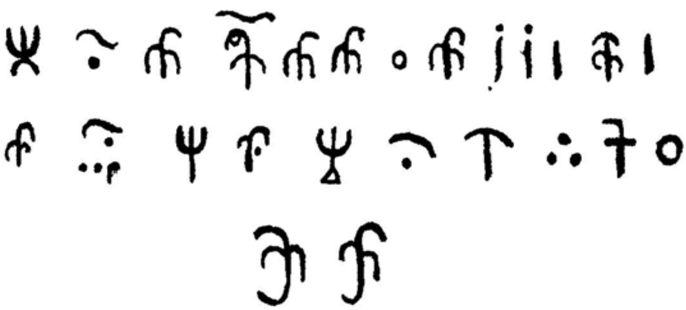
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের মাতৃকাচিত্র

৩



মকরসংক্রান্তির ব্রতচিত্র

৪



শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর গাছ-চিত্র বেহারীনাথ পাহাড়ের দাউনী-পাথর চিত্র-লিপি

৫



৬



দাউনী-চিত্রলিপির তিন-ত্রিভুজ চিত্র দেখিয়া, আমার আশার সঞ্চার হইল যে, এই পাথরে সৈন্ধবী চিত্রলিপির (সিন্ধুসভ্যতার ইতিহাস চিত্রিত) অনুরূপ চিত্রলিপি সম্ভবতঃ উৎকীর্ণ ছিল, কালে সকলই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"ইণ্ডস সিভিলিজেশন" ইতিহাসের মুদ্রালিপির ১৯০ সংখ্যক মুদ্রালিপিতে উক্ত দাউনী চিত্রলিপির অনুরূপ চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ২১৬ সংখ্যক মুদ্রালিপির মধ্যে, ৫ম চিত্রটি একেবারে দাউনী-লিপির অনুরূপ ; যথা—

॥ ॥ 216— 

আমার মনে বিশ্বাস হইল, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই পশ্চিম-রাঢ়ের কোন না কোন স্থানে সৈন্ধবী চিত্রলিপির অনুরূপ লিপিচিত্র পাওয়া যাইবে। দাউনী লিপি আমাকে প্রাচীন বংভী-পূর্ব্ব লিপির সন্ধানে উৎসাহিত করায়, আমি দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। ক্রমেই আশা ফলবতী হইল। প্লেট CXIX, ২৫৩ মুদ্রায় তিনটি ত্রিভুজ একটি রেখার উপর 'হেলান'রূপে চিত্রিত আছে।

শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে রাঢ়ী-বাংলার গৃহিণীরা স্ব স্ব গৃহভিত্তিগাত্রে খড়িমাটি, গিরিমাটি ইত্যাদি দিয়া, বিবিধ আলিপনাচিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। পশ্চিম-রাঢ়ের কয়েকটি জেলার ভিত্তি-চিত্র সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ভিত্তি-চিত্র (আলিপনা)-গুলির মধ্যে অধিকাংশই, সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির অনুরূপ।

ভিত্তি-আলিপনা-চিত্র(১ম)গুলির মধ্যে, ১ম, ৩য়, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ চিত্রগুলির, প্রায় অনুরূপ চিত্র সৈন্ধবী চিত্রলিপিমুদ্রাবিশেষে উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়।

ভিত্তি-চিত্র

(১সং) ১ম চিত্রলিপিটি, বংভী লিপির, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় হইতে, 'থ' বর্ণের অনুরূপ ; গুপ্ত যুগেও—তদনুরূপ চিত্র, থ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩য় চিত্রটি—থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাগুলি পৃথক্ অর্থবোধক।১ আসুরীয় চিত্রলিপিতে, পঞ্চরেখ নক্ষত্র-চিত্রকে 'নেতারু' বলা হইত, উহা ঈশ্বরবিজ্ঞাপক চিত্র। উহাই ভারতীয় 'নেত্র' বুঝাইত। ৯৬সংখ্যক সৈন্ধবী মুদ্রায়, ইহার প্রায় অনুরূপ চিত্র (মধ্যশূন্যহীন) বিদ্যমান আছে। ৭ম চিত্রানুরূপ চিহ্নটি, সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষে দেখা যায়। বিশেষ বংভী লিপির (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দ হইতে) উক্ত চিত্র, স্বরবর্ণের 'এ' সদৃশ, গুপ্ত যুগের এ—প্রায় ত্রিভুজ আকৃতি। কায়েতীর এ স্বরবর্ণ ত্রিভুজাকৃতি (শীর্ষ নিম্ন)। সৈন্ধবী মুদ্রালিপি সংখ্যার ২৪৭ মুদ্রায়, তিনটি ত্রিভুজ পর পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সজ্জিত দেখা যায়। এবং আসুরীয় চিত্রলিপিতে ইহাই 'পর্ব্বত' অর্থ প্রকাশ করিত।

১০ম চিত্রটি জটিল, দুইটি পৃথক্ চিত্রের সমবায়ের চিত্ররূপ। সৈন্ধবী মুদ্রার ১৬৮ সংখ্যক চিত্র সবৃন্ত পদ্ম-কোরক তুল্য, এবং ৪২৯ মুদ্রার ৮ম চিত্রটি—

১। মীনোয়ান চিত্রলিপিতে, ঠিক এই চিত্র দেখা যায়।



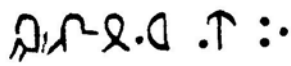
এই চিত্রের অনুরূপ চিত্র সহ, ১৬৮ মুদ্রার উক্ত চিত্র যোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১১শ চিত্রটিও প্রায় উক্ত প্রকারের। ১২শ চিত্রটি ৪২৯ সংখ্যক সৈন্ধবী মুদ্রালিপির অনুরূপ।

রাঢ়ী-বাংলার ভিত্তিচিত্র(১)গুলির মধ্যে, কয়েকটি চিত্রের (আলিপনা) সহিত সৈন্ধবী মুদ্রালিপির ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বারদেশের বাজু (২টি) ও কপালী চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং সুন্দর, সাধারণতঃ সিন্দুর দিয়াই চিত্রিত করা হয়। উক্ত চিত্রগুলির ১ম চারি বিন্দুচিত্র—অতি প্রাচীন ভারতীয় মৃৎশবাধার (ও ভস্মাধার)-গাত্রে চিত্রিত দেখা যায়। যথা—

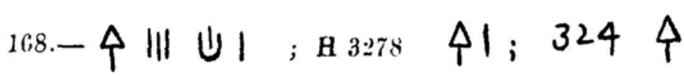


২য় চিত্র—তিনটি বিন্দু (ত্রিভুজের তিন কোণান্ত ?), এই চিহ্ন বংভী-কুষাণ পর্য্যন্ত স্বর বর্ণের 'ই'-কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর বংভীর ইহাই 'ই' ছিল। অশোকের সকল অনুশাসন-লিপিতে (২টি বাদ) উহাই—ই। অশোকের গির্ণার পার্ব্বতীয় লেখ-মালায়—



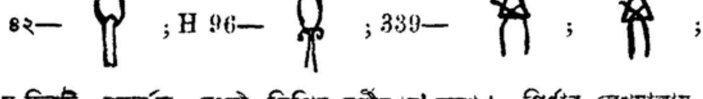
"ইয়ং ধংম লিপী"র ই-টি তিনটি বিন্দু মাত্র।২

৩য় এবং ৪র্থ চিত্র দুইটি, ভিত্তি-চিত্রের অনুরূপ। ৫ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রার প্লেট Cxix I এর ১৬৮ সংখ্যক মুদ্রার প্রথম চিত্রলিপির অনুরূপ।

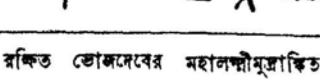


উক্ত প্রকার চিত্র, একাধিক সৈন্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়।

৬ষ্ঠ চিত্রটি, ৫ম চিত্রের প্রায় তুল্য, কেবল ত্রিভুজ চিত্রের নিম্নে দুইটি দণ্ডরেখার সমাবেশ মাত্র। ৪২ সৈন্ধবী মুদ্রালিপির ৪র্থ চিত্রটির প্রায় অনুরূপ, সেই চিত্রটি—



৭ম চিত্রটি, চতুর্ভুজ ; বংভী লিপির বর্গীয় 'ব' সদৃশ। গির্ণার লেখমালায়—



২। ইন্দোর যাদুঘরে রক্ষিত ভোজদেবের মহালক্ষ্মীমুদ্রাঙ্কিত তাম্রশাসনপটে উক্ত তিন বিন্দু ই উৎকীর্ণ আছে—'ইতি' শব্দে (উহা খ্রীঃ ১১শতাব্দীর লেখমালা)।

"বহুকং" এবং "বহুনি" শব্দের বর্গীয় 'ব' বর্ণের সদৃশ। প্লেট Cxix 1 এর H 52 মুদ্রায়—



২য় চিত্রটি—'বি', বর্গীয় ব-এ হ্রস্ব ই-কার যোগ বিজ্ঞাপিত করিতেছে, সুতরাং ৭ম চিত্রটির অনুরূপ চিত্র, সৈন্ধবী মুদ্রায় এবং বংভী বর্ণমালায় পাওয়া যায়।

৮ম চিত্রটি (সবৃন্ত পদ্মকোরক তুল্য), সৈন্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়। প্লেট CXIX ১৬৮ সংখ্যক মুদ্রায়, উক্ত প্রকার চিত্র, যথা—



অশোকলিপিবিশেষে, ইহাই ঠ। অশোকলিপির ঠ-টি উল্টাইয়া দিলেই, বাংলার ঠ লিপির প্রায় অনুরূপ হয়।

৯ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রায় (সং ৯৬, ১৯০) চিত্রে দৃষ্ট হয়। সামান্য পার্থক্য আছে।



১০ম চিত্রটি—৯মএর অনুরূপ, কেবল মধ্যের রেখা মস্তকে, একটি স্থূল বিন্দু যুক্ত আছে।

১১শটি—প্রসিদ্ধ স্বস্তিক চিহ্ন। ১৩শটি—সৈন্ধবী U এই চিত্রের রূপান্তর মাত্র। বংভীর গ বর্ণের ⌒ সংস্থানভেদ। কানেড়ী (দক্ষিণদ্রাবিড়ী) লিপির 'গ' এবং বংভীর গ-চিত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই।

মাতৃকাচিত্র (৩)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে উক্ত চিত্রগুলি, কলার 'পেটো'তে ধান দিয়া অঙ্কিত করা হয়। বর্দ্ধমান জেলার কালীপাহাড়ীর অনতিদক্ষিণস্থ ডামরা (ডামর?) গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহানা মহাশয়[৩] উক্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া, চিত্র অঙ্কন করিয়াছি। তাঁহার গৃহে একখানি পুথির পাটায় ষোড়শ মাতৃকাচিত্র, পূর্ব্বপুরুষেরা ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা, উক্ত ১৬টি মাতৃকাচিত্র অঙ্কিত করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ৯টি চিত্রের বিবরণ দিলাম। নিম্নের চারি জোড়া চিত্র সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—উহা পুরুষ-চিত্র। মাতৃকা অর্থে স্বরাদি বর্ণমালাকেও বুঝায়।

চিত্র-বিবরণ

১ম চিত্রটি চতুর্ভুজ, অভ্যন্তর নিম্নে ৩টি সমতল রেখা দুই বাহুতে সংলগ্ন আছে। উহা সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে একাধিক দেখা যায়। H ৮২; ৩২৪, ১৯০ ইত্যাদি মুদ্রায় দ্রষ্টব্য—সামান্য মধ্যবর্ত্তী রৈখিত চিত্রভেদ দেখা যায় মাত্র।

২য় চিত্রের বিবরণ দ্বারচিত্রে বলা হইয়াছে। ৩য় চিত্রটি—এখন পাঠোদ্ধার হয় নাই।

৩। পোষ্ট কালীপাহাড়ী, জেলা বৰ্দ্ধমান।

৪র্থ চিত্রটি,—বংভী (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় অব্দ হইতে ১ম শতক) লিপির—থ। ৫ম চিত্রটির বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সৈন্ধবী মুদ্রাসংখ্যা ৪০০তে, বংভীর থ চিত্রটি খোদিত আছে।

৬ষ্ঠ চিত্রটি,—প্লেট CXIXএর ৮ম সংখ্যক মুদ্রার ৭ম চিত্রের অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উক্ত চিত্র দ্বারা ৫ম সংখ্যা বুঝাইত।

৭ম চিত্র,—ইহা ৪২ মুদ্রার ৪র্থ চিত্রের রূপান্তর মাত্র।

৮ম চিত্র—ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় তেলিঙ্গুর (গঞ্জামী) 'অ' বর্ণ। গঞ্জামী অ-



বর্ণের দণ্ডায়মান রূপ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকে ৫০ সংখ্যা বিজ্ঞাপিত করিত। প্রায় (কিঞ্চিৎ ভেদ) উক্ত অ বর্ণ। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষে, উক্ত চিত্রের প্রায় অনুরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়।

৯ম চিত্র—বৃত্তাকার, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী হইতে ১ম শতক পর্য্যন্ত উক্ত চিত্র ঠস্থানীয় ছিল। অশোকলিপিবিশেষের ঠ সবৃন্ত পদ্মকোরক তুল্যও দেখা যায়।

ষোড়শ মাতৃকাচিত্র দ্বারা, সৈন্ধবী লিপিতুল্য লিপি যে, প্রৌঢ়-রাঢ়দেশে একদা বিদ্যমান ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে, আরও কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেগুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

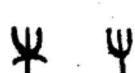
মকরব্রত-চিত্র

সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি, সেই বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি। এই ব্রত সমগ্র রাঢ়ী-বাংলার নারীসমাজে হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে বিশেষ-রূপে হয়। তথায় গৃহ-লক্ষ্মীরা তুলসীতলায়, উক্ত চিত্র-আলিপনা দিয়া ব্রত করেন। ব্রত-কথাও আছে, এবং প্রতি চিত্রে ফুল-জল দিয়া, যে মন্ত্র বা ছড়াবিশেষ বলেন, সেইগুলি দ্বারা প্রত্যেক চিত্রগুলির অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধির আশঙ্কায় তথাকথিত বিবরণ, এই প্রবন্ধে দিলাম না।

এই ব্রত-চিত্রের কতিপয় লিপি-চিত্র, সৈন্ধবী মুদ্রালিপির সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এবং নাগ-লিপির (খর-ওষ্ঠী) সহিতও ইহার ঐক্য রহিয়াছে। ইহা নাগলিপি-প্রভাবিত বংভী-পূর্ব্বলিপি, এ কথা বলা যাইতে পারে।

সংক্রান্তি আলিপনার

১ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে দৃষ্ট হয়।



উক্ত প্রকার চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রাবিশেষে উৎকীর্ণ আছে। ৯,১০,১১ ও ১৩ সংখ্যক চিত্রগুলি

বংভীর এক দাঁড়ি চিত্রিত—'র'। ৯ ও ১০ সংখ্যক চিত্রের উপরে বিন্দু চিহ্ন থাকায় উহা ং যুক্ত বুঝাইতেছে, সম্ভবতঃ 'রং রং'। ২০শ চিত্রটি বংভীর 'য' বর্ণের বিপরীত সংস্থানভেদ, অথবা খরোষ্ঠী লিপির—'য'।

২১শ চিত্রটি বংভী এবং সৈন্ধবী মুদ্রালিপির—ই। ২২শ চিত্রটি বংভীর—'রো'। অথবা নাগ-লিপির (খরোষ্ঠীর) 'ঢ' বর্ণ। উপরের বক্র রেখাটি সম্ভবতঃ (পৃথক্) খরোষ্ঠী লিপির ত। ২২শ চিত্রটি বংভীর—ঠ। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতেও উক্ত চিত্র আছে। নিম্নের চিত্র দুইটির এখনও পাঠোদ্ধার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর গাছ-চিত্র

মধ্যস্থ যুগল দেবতা প্রতীক। প্রাচীন ভারতের মুদ্রাবিশেষে (পঞ্চ মার্ক-কয়েন) উক্ত প্রকার দুই ও তিনটি মূর্ত্তিপ্রতীক চিত্রিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরিশেষে বক্তব্য এই,—সৈন্ধবী মুদ্রালিপির অনুরূপ চিত্রলিপি, প্রাচীন রাঢ়া-বাংলা দেশে একদা সুপ্রচলিত ছিল, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সৈন্ধবী মুদ্রালিপির (মহেন্‌জোদাড় ও হড়প্‌পা-লিপি) অনুরূপ লিপি, সমগ্র ভারতে, বিশেষ প্রৌঢ়-রাঢ়দেশেও (মগধ, অংগ, বংগ) একদা সুপ্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধযুগপূর্ব্ব ভারতীয় লিপিবিশেষের সন্ধান ইতিপূর্ব্বে আর পাওয়া যায় নাই। সৈন্ধবী মুদ্রালিপির আবিষ্কারে, এবং রাঢ়ী-বাংলার তথাউক্ত লিপিবিশেষের আবিষ্কারে, অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ভারতের সভ্য জনপদগুলিতে, সৈন্ধবী লিপিমালার অনুরূপ চিত্রলিপি নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। বংভী লিপি, সেই প্রাচীনতম লিপিরই পরবর্ত্তী বিকাশ।

কেহ কেহ বলেন,—"বৌদ্ধযুগে প্রচলিত লিপির সহিত সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির কোন কোনটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, একই লিপি বলা চলে না।" তাঁহারা বলেন,—সৈন্ধবী সভ্যতার যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫০ অব্দের বা উহার সমসাময়িক কালের, এই কালের হাজার কয়েক বৎসর পরে, বৌদ্ধ ও অশোকলিপির (বংভীলিপি) কাল। মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের লিপির সন্ধান মিলে না, সুতরাং বংভী ও সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপি যে একই লিপি, ইহা সম্ভব নয়।

"ইন্‌ডস্ সিভিলিজেশনে"র (মহেন্‌জোদাড়) সর্ব্বোপরিস্থ স্তরটি কুষাণযুগের, ইহা উক্ত ইতিহাসেই আছে, সুতরাং উহা খ্রীঃ ১ম হইতে প্রায় ৩য় শতাব্দীর সংস্থিত স্তর। মহেন্‌জোদাড় পারিপার্শ্বিক স্থানে, একটি মন্দিরচূড়া মাত্র দৃষ্ট হইত। খনন করিয়া, উহার 'মেঝেয়' কতকগুলি মুদ্রালিপি প্রাপ্তি ঘটে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, উক্ত ইমারতটি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ। সুতরাং উহা বৌদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী নয়। উহাতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি, অবশ্য সেই কালের। ক্রমে ৭ম স্তর উন্মুক্ত করিয়া, স্তরে স্তরে আরও কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করা হয়। সকল মুদ্রাগুলির লিপি, প্রায় একই ধরণের। অতএব বিভিন্ন নিম্নস্তরস্থ মুদ্রাগুলির

সহিত, উপরিস্থ কুষাণস্তর পর্য্যন্ত, একই সম্বন্ধসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—কখন সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দ (বা কিছু পরবর্ত্তী) সৈন্ধবী সভ্যতার আদ্যকাল (যদিও ৭ম স্তরনিম্নে, লোকাবাসের চিহ্ন আছে), সমাপ্তিকাল প্রায় কুষাণকাল। অতএব এই সুদীর্ঘ কালের ধারাবাহিক মুদ্রায় (আবিষ্কৃত) যে সকল চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে, ইহার অন্তঃসূত্র বৌদ্ধকালেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বংভী লিপির সহিত, যে সকল সৈন্ধবী মুদ্রালিপি সম্পূর্ণ অনুরূপ, সেগুলি একই লিপি। বিশেষ রাঢ়ী-বাংলায় আবিষ্কৃত আলিপনা-লিপি সহ যখন, কোন কোন লিপির ঐক্য রহিয়াছে, তখন সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষ, এবং প্রৌঢ়-রাঢ়-লিপি (মগধ, অংগ, বংগ) একই।

উক্ত সূত্র অবলম্বনে, আমরা বংভী লিপির অবলম্বনে, সৈন্ধবী মুদ্রালিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি।

মাতৃকা চিত্রলিপি

তদ্রূপ ব্রতলিপি অবলম্বনে কতিপয় চিত্রের অর্থ অবগত হইতে পারি। ষোড়শ মাতৃকা চিত্র-লিপির অর্থ ১৬শ মাতৃকা বর্ণনায় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে মাতৃকা অর্থের পরিচয় আছে।

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা,
সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া,
দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি,
পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা
এবং কুলদেবতা।

এই ১৬টি দেবী। আদ্যা দেবী গৌরী। রাঢ়ী-বাংলার চিত্র-লিপি-কালে, 'গৌরী' শব্দের সম্ভবতঃ 'গোরী' বানান করাই হইত। 'হর-গোরী'র যুগল মূর্ত্তির নাম—'সোম'। অনুমান, 'সোম' অর্থ-বিজ্ঞাপক, ভাব-চিত্রলিপিই—প্রথম চিত্রটি। এই ১৬শ মাতৃকা চিত্রের ৯টি চিত্র প্রতীক, 'স্বধা' পর্য্যন্ত ধরা চলে। পূর্ব্বে দেবীরা, তথানামে প্রখ্যাত ছিলেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু তথাকথিত ভাবপ্রকাশক কোন শব্দ ছিল। গোরী, পদ্মা—তুল্য থাকা অসম্ভব নয়। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে, উক্ত লিপিতুল্য চিত্র বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেই চিত্রগুলি, পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে, উক্ত দেবীবিশেষকেই বুঝাইত। ইহা দেবতা-প্রতীকচিত্র (ভাবচিত্রলিপি ?)।

তথালিখিত চিত্র-লিপির কাল ও বংভীলিপিপূর্ব্বকাল একই। সুতরাং এই উপায়ে, কতিপয় সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে। সংক্রান্তি আলিপনার প্রত্যেক চিত্রের পূজার মন্ত্র (ছড়া ?) দ্বারা, ২৫টি চিত্রের অর্থও পাওয়া যায়। সুতরাং ৩৪টি চিত্র-লিপির (প্রতীক) অর্থ অবগত হইতে পারিতেছি। 'মাতৃকা' অর্থে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালাও বুঝায়। অষ্ট শক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা।

এই প্রবন্ধে যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা ছাড়া আরও যে সকল চিত্রলিপি আমরা পাইয়াছি, ভবিষ্যতে উহাদের বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিদাস পালিত

শুদ্ধিপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'মাঘমণ্ডল ব্রত' প্রবন্ধে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৭৭	৯	বাহিরে সূর্য্যের উপরে	বাহিরে ও উপরে সূর্য্যের ;
৭৮	১৪	প্রতিপদে চন্দ্র	প্রতিপদের চন্দ্র
„	২৭	সুন্দর বলিয়া	'সুন্দরবনিয়া'
৭৯	৮	ওড়িয়া খাড়ু	ওড়িয়া খড়ু
„	১০	আম শব্দের	আম শব্দ

বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, ৬ই জুন ১৯৩৩, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিপূজা।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও সভাপতি মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিবিধ গুণাবলী ও পরিষদের উন্নতি বিষয়ে তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা আষাঢ় ১৩৪০, ১৮ই জুন ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস বাহাদুর—সভাপতি।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন ও সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,—(ক) রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া, (খ) অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম্-এ, (গ) পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া, (ঘ) কৈলাসচন্দ্র সরকার, (ঙ) বিজয়চন্দ্র সিংহ, (চ) ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, এবং (ছ) নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্-এ মহাশয়-লিখিত "বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধে শুধু যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার উপযোগিতা আছে, তাহা

নহে, এই প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা এবং শুভঙ্করীর আর্য্যা ও জমির মাপের পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই সব কারণে প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কোন্ রাজার আমলে এবং কোন্ কোন যুগে বঙ্গদেশের বিভাগ কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লেখক মহাশয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিলে ভাল হইত। এ বিষয়ে লেখক মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র, ১।৩ মথুর সেন গার্ডেন ৫ ন, ২। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর, ৩। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৪। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৬।১ এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ৫। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বোলপুর, বীরভূম, ৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।৭ গ্রে ষ্ট্রীট, ৮। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর মল্লিক, ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভাসকুমার মণ্ডল, ১১১ ১।এ, মাণিকতলা স্পার, ১ । শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদ্দার বিদ্যাবিনোদ বি এ, পাবনা, ১১। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, ৯ বাদুড়বাগান রো, ১২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ৫৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ১৩। শ্রীযুক্ত রাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২।১ বেলেঘাটা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাগচী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, ১৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু এম্-এ, ব্যারিষ্টার, ১৮২ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, ১৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাশ বর্ম্মা, ৫৮বি দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, ১৭। শ্রীযুক্ত শচীন সেন, ১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ১৮। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দে বি-এস্ সি, বর্দ্ধমান, ১৯। শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ১৫ আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেঘনাদবধ নাটক, দক্ষযজ্ঞ নাটক। শ্রীযুক্তা সরোজবালা দেবী—১। ভ্রমর গীতা, ২। শ্রীউপাসনা শিক্ষা, ৩। শান্তিশতকম্, ৪। পদাঙ্কদূত, ৫। বৈরাগ্যশতকম্, ৬। হংসদূতম্, ৭। দামোদরের কড়চা, ১ম ভাগ, ৮। ঐ, ২য় ভাগ, ৯। মিরাবাইয়ের কড়চা। ১০। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, ১১। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ (সানুবাদ), ১২। ঐ (গিরিধর দাস), ১৩। গীতগোবিন্দকাব্যম্, ১৪। বিহারীলাল রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৫। একান্ন পদ, ১৬। বৈষ্ণবস্তোত্রনামামৃত, ১৭। ভক্তিতত্ত্ব সার। স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। সঙ্গীতলহরী। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ধর কবিরাজ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্ণব কাব্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। আমার ব্যবসা জীবন (বিনোদবিহারী সাধু), ২। স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। ভারতের সাধনা। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১। পরলোকের কথা। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। কুসুমকানন। শ্রীযুক্ত বৈদ্য যাদবজী ত্রিবিক্রম আচার্য্য—১। কন্দর্পচূড়ামণি (হিন্দী), ২। পঞ্চরসিক, ৩। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা (১ম—৫ম,

৭ম—৯ম, ১১শ, ১৩শ—১৬শ সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব—১। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ—ইহার উদ্দেশ্য ও গঠনপদ্ধতি, ২। নারীহরণের প্রতিকার, ৩। ঠাকুরের চিঠি, ২য় খণ্ড, ৪। Balajirao Peshwa and Events in the North, Supplimentary, 1742—1761 শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। গাথা (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত জে, কে, দাস—১। তাতল সৈকতে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। *সচিত্র ভারতসংবাদ, ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড (২৯শে অগ্রহায়ণ), ৩য় খণ্ড (১০ই পৌষ, ১২৭০) ২। *চিত্রদর্শন, ১ম খণ্ড, ১২৭ বঙ্গাব্দ, (১ম, পৌষ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা), ৩। *দর্শক—১২৮১ সাল, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। Indo Aryan Polity during the Period of the RgVeda The Secretary, Smithsonian Institution—১। Absolute Intensities in the Visible and Ultra violet Spectrum of a Quarterly Mercury Arc, ২। Carbon Dioxide Assimilation in a Higher Plant The Director of Industries, Bengal—১। Textile Dyeing The Secy Publicity Board Bengal—১। Counting the Cost ২। What is being done for the Depressed Classes? ৩। আইন অমান্য ও সরকার, ৪। অশান্তির উপদ্রব, ৫। শিল্পে সরকারের সাহায্য, ৬। বেকারসমস্যা ও বাঙ্গালা। বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক—১। Record of the Works of the Vivekananda Mission, Vol II. (1932-32) Manager, Govt of India, Central Publication Branch—১। Catalogue of Wall paintings from Ancient Shrines in Central Asia and Sistan, ২। Summary of Instructions contained in the Staff Maunal of the Imperial Record Dept for the Storage, Preservation, Repair and Destruction of Records ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Haraprasad Memorial Volume of the Indian Historical Quarterly. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Annual Report on the Working of Co operative Societies in the Presidency of Bengal for the year ending 30th June, 1932। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—১। Aurora শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। A Brief Sketch of the Life of Rai Bahadur Sarat Chandra Benerjee.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৪০, ২৯এ জুন ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার।

লোয়ার সার্কুলার রোড গোরস্থানে প্রাতে ৮টার সময় কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে কবির সমাধিপার্শ্বে প্রার্থনা এবং সমাধির উপর পুষ্পমাল্যাদি অর্পিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী সুহাসিনী রায় চৌধুরী এবং সভাপতি মহাশয় কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

পরিষদ্ মন্দিরে—ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬৷৹টায়

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে "নাচিছে কদম্বমূলে"...এই গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেন দত্ত এবং শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ও সভাপতি মহাশয় মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অতঃপর সঙ্গীতাদির অন্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৮ই আষাঢ় ১৩৪০, ২রা জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্ট-লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয় পোকা-মাকড় হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় অনেক বই লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। ছেলেরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত এই সব বই পড়িয়া বুঝিতে ও উপভোগ করিতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নৈহাটীর অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের লিখিত "কৃত্তিবাসের জন্মশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৬। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কতকগুলি কাস্কেট প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন, এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত জসিম-উদ্দীন এম্ এ, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, ২। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় এম্ এ, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র বি এ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এম্-এ, কলিকাতা।

(খ) উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। আমাদের শিক্ষা, ২। চুম্বন, ৩। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। বৈশাখী বাঙলা, ৩। হেমজ্যোতি, ৪। সন্ধ্যোপাসনা। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। * The Queen, 28th Sept. 1896 (Raja Rammohun Roy Number). শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Port of Rangoon, Commission Charges and Rent By-Laws, General Information, ২। Do, Schedules of Charges etc. The Secretary, Publicity Board of Bengal—১। অনুন্নতের উন্নতি সাধন, ২। বাঙ্গালায় অপব্যয়, ৩। বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

৮ই শ্রাবণ ১৩৪০, ২৪এ জুলাই ১৯৩৩, সোমবার।

অদ্য প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদানের জন্য বহু সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব-সভা স্থগিত রাখা হয়। আরও স্থির হয় যে, এই উপলক্ষে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন যে, দেশবন্ধুর বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু আবশ্যক নাই। তিনি যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হন, তখন আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সমীপস্থ হইলে, দেশবন্ধু তাঁহার অতিপ্রিয় কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংখ্যায় ৪২৪ খানি) পরিষৎকে দান করেন। পরিষৎ সেই পুথিসংগ্রহ হইতে তাঁহার ইচ্ছামত "সংকীর্ত্তনামৃত" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

১। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই (ক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর পুত্রগণের প্রদত্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (খ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের প্রদত্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের ব্রোমাইড্ চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চিত্রপ্রদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে বঙ্গভাষার শব্দ-দৈন্যের কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালাকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইলে শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা পাঠ করিলেন (পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)। যথারীতি সমর্থনের পর উক্ত তালিকায় লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র, (খ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (গ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার (ঘ) শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঙ মৌলভী খয়রুল্ আনাম। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে ইঁহারা সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নিম্নোক্ত তালিকা পাঠ করিলেন,—(ক) সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত— ১) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৯২, (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ১৯১, (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৬২, (৪) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—১৬২, (৫) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১৭০, (৬) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—১২৯, (৭) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১২৬, (৮) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—১২৫, ৯) শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকি—১২৩, (১০) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—১১৭, (১১) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১১৬, (১২ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত—১১৪, (১৩) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—১১৪, (১৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১১১, (১৫) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম —১০৯, (১৬) শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ ১০৮, (১৭) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন—১০৭, (১৮) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১০০, (১৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—৯৬, (২০) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ৯৫। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, (২) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, (৪, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য। এবং (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে – ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি-সভ্যের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইল এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই বিষয় উপস্থিত করা হইবে স্থির হইল।

৫। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক – কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।

সমর্থক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহকারী সভাপতিগণ—(কলিকাতার পক্ষে) ১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এবং ৪। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়। (মফঃস্বলের পক্ষে)—১ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী,

২। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ৩। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।
সমর্থক— „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।
সমর্থক— „ গণপতি সরকার।

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সমর্থক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সমর্থক— „ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার।
সমর্থক— „ অনাথবন্ধু দত্ত।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ সোম।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।
সমর্থক— „ জিতেন্দ্রনাথ বসু।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ।

প্রস্তাবক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত তালিকায় একজনের পদ শূন্য হইল। এই জন্য ঐ তালিকার পরবর্ত্তী সভ্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন।

। সম্পাদক মহাশয় ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"নানা কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিয়াও যিনি গত পাঁচ বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় অবহিত হইয়াছিলেন, ইহার সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় ভাষা-জননীর এই পবিত্র পীঠের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ও সদাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পরিষদের এই ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদ হইতে নিয়মানুসারে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেও পরিষৎ আশা করেন যে, পরিষৎ কোন দিন তাঁহার স্নেহ, সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। শ্রীভগবানের কাছে পরিষৎ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি পরিষদের সেবায় আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং পরিষদের হিতৈষিগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পরিষদের কাজে কায়মনোবাক্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। পরিষৎ অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে তিনি পরিষদের কোনরূপ সেবা করিবার সুযোগ পাইলে ধন্য হইবেন।

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও পরিষদের হিতৈষিগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, (ক) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (খ) ডক্টর অভয়কুমার গুহ, (গ) কুমুদনাথ লাহিড়ী, (ঘ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে গত বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-গণের নামোল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সেবার জন্য পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

১০। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ঐ উৎসব উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষীদের নিকট হইতে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহার তালিকা পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দে, ৭৯।৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, ২। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, ঢাকা, ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৯ বেণেপুকুর রোড, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৪৯।এ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন পাল, প্রবাসী অফিস, ৮। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিক বি-এ, ১০।এ, গড়পাড় রোড, ৯। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায়, টমরী হোষ্টেল, বাদুড়বাগান, ১০। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর কর এম্-এ, বি-এল্, ২৯ বীডন ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ২৬ বীডন ষ্ট্রীট, ১২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ সরকার লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ, এম-এ, বি-এল্, ৩৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৫৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, ১৫। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এল্ ১৩।২ হাজরা রোড, কালীঘাট।

ক—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক (একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১। কোজাগরী। শ্রীযুক্ত কবি জসীম-উদ্‌দীন—১। ধানখেত। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। সুধা কণা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shamscrit Language By Heriasim Lebedeff, London 1801. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সন্দর্ভ সংগ্রহ, ২। বাঙ্গালা সাহিত্য, ৩। Current Economic Problems of India, ৪। The Life of Girish Chandra Ghosh. রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। The Theistic Annual for 1873 by P. C. M., ২। The Shrines of Sitakund, ৩। আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত বক্তৃতা, ৪। শরীরসাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), ১২৬৭? ৫। ভূগোল-বিবরণ Part I,—W. C. Lacey (উড়িয়া ভাষা), 1863, ৬। ঐ Part II, 1861. শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু;—১। Critical and Miscellaneous Essays—Thomas Carlyle, vols. I, II. ২। Do & vols. III—IV. ৩। Do. vols. V, VI & VII, ৪। History of the Frederick the Great, vols. I—II, ৫। History of Frederick II of Prussia (Freredick the Great), vols. V—VI. ৬। Do. vols. VII—VIII, ৭। Oliver Cromwell's Letters and Speeches, vol. V. The Letter-Day

Pamphlets, Early Kings of Norway and Essay on the Portraits of John Knox. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Travels in Chaldæa including a Journey from Bussorah to Bagdad by Captain Robert Mignan, 1822, ২। History of Indian Literature, Weber, 1878, ৩। Romance of Empire, ৪। The English Paragon. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। ও পারের কথা, ৩। কায়স্থতত্ত্বকৌমুদী, ৪। কায়স্থকুমার, ৫। Ten Thousand Years of Science, ৬। A Short Social and Political History of Britain, Part I, ৭। Do. Part II. ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। অর্থের সন্ধান, ২। The Magic of Numbers. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—১। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাব্য ২। পঞ্চ প্রদীপ, ৩। ভক্ত দম্পতি জয়দেব-পদ্মাবতী, ৪। হজরত এব্রাহেম, ৫। মহাকালী পাঠশালার কার্য্যবিবরণ, ১৩৩৯। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—১।* সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড—১২৭৭ সাল ৫ম, ৩৬শ, ৪১শ, ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ, ৪৭শ (১০ খানি), ২।* সুলভ সমাচার—৪র্থ খণ্ড, ১২৮১ সাল (১৮২—১৯৫, ১৯৭, ২১০—২১৭, ২১৯, ২২১—২৫, ২২৭ সংখ্যা, মোট ৩০ খানি), ৩।* সুলভ সমাচার—৫ম খণ্ড,১২৮২ সাল (২৪১শ, ২৪৬শ, ২৪৯শ, ২৫৫—৫৬, ২৬০—৬৩, ২৬৬, ২৬৯—৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৬শ সংখ্যা, ২৬ খানি), ৪।* ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক)—১ম খণ্ড, ১৬ই চৈত্র, ১২৭৯ সাল, ৫। ভূত (সাপ্তাহিক)—১ম সংখ্যা, ৬। স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা, ১২৭৭, ৭।* সার্জ্জরী বা অস্ত্রচিকিৎসা (Science and Art of Surgery, Part I) 1864, by Ram Narain Das, ৮। The Bhagavad Gita and the Bible—by Prannath Pandit, 1874. আর্ট প্রেসের কর্তৃপক্ষ—১। Rajendra Nath Mookerjee—A Personal Study. শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা—১। খনি-জরিপ। শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, ব্যারিষ্টার—১। অশ্বিনীকুমার দত্ত। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১। রুমেলা, ২। মুক্তি, ৩। সচকিতা গৃহিণী। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—১। দুপাতা। শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ—১। কচ ও দেবযানী, ২। মৃচ্ছকটিক। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। শিবম, ২য় বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২। ঐ, ৩য় বর্ষ, ১ম, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—১।* সংবাদপ্রভাকর—৯ম ভাগ, ১২৪৭, ২১এ অগ্রহায়ণ, ২। Delhi Gazette (ডেল্লি গেজেট—১ খানি)। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। দিবাস্বপ্ন, ২। সুন্দরী, ৩। সাত মূর্ত্তি, ৪। চিত্ত ও চিত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। Some Bengal Villages, ২। First Studies on the Health and Growth of Bengali Students, ৩। Elements of the Science of Language, ৪। Western Influence in Bengali Literature, ৫। The Theory of Profits, ৬। Linguistic Speculations of the Hindus, ৭। Studies in Indian Antiquities, ৮। Indian Writers of Indian Verse, ৯। The Historical Socrates and the Platonic Form of the Good, ১০। Catalogue of Books

in the Calcutta University Library—Philosophy and Religion, ১১। Kamala Lectures (মানুষের ধর্ম্ম), 1933, ১২। সহজিয়া সাহিত্য, ১৩। অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধিঃ, ১৪। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, (২) শিক্ষার বিকিরণ, ১৫। রুক্মিণীহরণ নাটক। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১। নৌকাবিলাস, ২। যোটক বিচার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—১। ক্লিওপেট্রা, ২। সমাজচিত্র, ৩। নরেন্দ্র গীতাবলী, ৪। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি, ৫। হোমরুল্, ৬। বে-দস্তর, ৭। মায়া, ৮। ছাড়াছাড়ি, ৯। শ্বশুর যাদু, ১০। আক্কা, ১১। মূক স্ত্রী, ১২। শান্তিপূর্ণ গৃহ, ১৩। কুঙ্কুম, ১৪। পুরাণো প্রেমের জন্যে, ১৫। হংকংএর পেয়ালা, ১৬। কজ্জলা, ১৭। উচ্ছৃঙ্খল, ১৮। পাগল, ১৯। শাওন-গীতি, ২০। শৈশব-স্বপ্ন বা ভাঙ্গা প্রেম, ২১। খুড়ো খুড়ী, ২২। প্রতিমা, ২৩। ভোট, ২৪। এখন আমার পালা, ২৫। ব্যর্থ প্রেম, ২৬। লুকোচুরি, ২৭। ধাঁধাঁ, ২৮। ছেড়ে দিন্ আমার উপর, ২৯। উপর চাল, ৩০। বনদেবী, ৩১। অভিনেত্রী, ৩২। সর্দ্দি-গরমি, ৩৩। মর্ত্তের পরশ, ৩৪। এক্‌সমাস, ৩৫। সুনন্দার বন্দী, ৩৬। রোস্‌নি, ৩৭। পাণি-প্রার্থনা, ৩৮। গুল্ বেহস্তে, ৩৯। মিস্ হীরাবাঈ, ৪০। চুম্বনে সমাপ্তি, ৪১। কাল্পনিক মাসি, ৪২। আগন্তুক, ৪৩। যাদু, ৪৪। দশ টাকায় পুরী যাওয়া আসা, ৪৫। রূপার নিমকদানি, ৪৬। বিজনবালার জীবন-রহস্য, ৪৭। বিজয়া দিনে, ৪৮। গোপন নারী, ৪৯। যা'র যেটি, ৫০। ভুলের খেলা, ৫১। অভিনয়ে প্রাণ, ৫২। হিন্দোলা, ৫৩। আলো ছায়া, ৫৪। লটারী, ৫৫। পরাণবাবুর বড়দিন, ৫৬। স্বর্ণডিম্ব, ৫৭। শারদগীতি, ৫৮। প্রেমের কমিডি, ৫৯। ছোট্ট খুকুমণি, ৬০। দরদী, ৬১। বাঞ্ছারামের দুঃখ, ৬২। হুম্‌কি দাওয়াই, ৬৩। আজব খেল, ৬৪। অদ্ভুত, ৬৫। রঙ্গরাজ, ৬৬। যখন আমি বড় হব, ৬৭। তরলা, ৬৮। রক্তপর্ণা, ৬৯। বরাবরের মত, ৭০। নিভৃত নিকুঞ্জ-নিলয়, ৭১। অব্যক্তা, ৭২। অজানা, ৭৩। রেলগাড়ীতে প্রেম, ৭৪। সেয়ানে সেয়ানে, ৭৫। তগ্‌দীর, ৭৬। সংস্কৃত সাহিত্য-প্রসূন, ৭৭। শুধু ফাঁকি, ৭৮। গৃহে নাট্যকার, ৭৯। সেয়ান পাগল, ৮০। অভিনেত্রীর প্রেম, ৮১। বেওয়ারিশ্, ৮২। আমিনার প্রণয়ী, ৮৩। খিচুড়ী, ৮৪। টের্বলয়েড্, ৮৫। দুঃসাহসের খেলা, ৮৬। বিবাহিত জীবন, ৮৭। চাক্‌রাণী না পাট্‌রাণী, ৮৮। হারাণো জুতা, ৮৯। স্বাধীন জেনানা, ৯০। পার্ব্বতীর পরিহাস, ৯১। মজা, ৯২। শ্রেষ্ঠের জয়, ৯৩। হা'র জিত, ৯৪। ৪৯ নম্বর, ৯৫। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ৯৬। উদ্ধার, ৯৭। প্রেমে শাঠ্য, ৯৮। মিস্ কিরণবালা, ৯৯। খেয়াল, ১০০। নাছোড় বান্দা, ১০১। অসমাপ্ত, ১০২। জুতার বদলে জরু, ১০৩। ছুটীর দিনে, ১০৪। সত্য নিকেতন, ১০৫। ফাগুয়া, ১০৬। সিগারেট ভার্সাস্ হারমোনিয়াম্, ১০৭। অব্যর্থ লক্ষ্য, ১০৮। কুমারী চম্পা, ১০৯। প্রাণের পরশ, ১১০। আঁধারে চুম্বন, ১১১। গরীয়সী, ১১২। প্রমীলার প্রথম, ১১৩। উপদেষ্টা, ১১৪। মনচোর, ১১৫। নাটিকা, ১১৬। আদরিণী, ১১৭। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১১৮। তিনটি অন্ধ ইঁদুর, ১১৯। ব্রেস্‌লেট, ১২০। মায়াতরু, ১২১। সিনা-সোফিনা, ১২২। বিজয়িনী, ১২৩। শৈশব রাণী, ১২৪। ঘুমের

রাণী, ১২৫। সাহিত্য সাম্রাজ্ঞী, ১২৬। মানস-প্রতিমা, ১২৭। বাসন্তী, ১২৮। প্রহসন, ১২৯। প্রেমের ফাঁদ, ১৩০। পান্নার রাণী, ১৩১। বিনোদবালা, ১৩২। দৌলতে দুনিয়া, ১৩৩। একা, ১৩৪। রোগীর সান্ত্বনা, ১৩৫ নিবেদিতা। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর—১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (হিন্দী অনুবাদ সমেত), ২। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম (মহাভারতান্তর্গত), ৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাবলী, ৪। থানেশ্বর চরিত্র, ৫। তত্ত্বচিন্তামণি, ২য় ভাগ, ৬। দিনচর্য্যা, ৭। হনুমান্ বাহুক—তুলসীদাসকৃত, ৮। ভজনসংগ্রহ, চৌথা ভাগ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১। ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন, ১৮২৭ খ্রীঃ, ২। প্রত্যুত্তর (কাশীনাথ বসু, ১৮৪০), ৩। মজাহি দশা, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, ১৮৫৯, ৪। জ্ঞানরত্নমালা প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, ১২৬৫ সাল ৫। ধর্ম্ম নিগম (মাসিক পত্র)—শশিভূষণ নন্দী, ১২৯৪ সাল, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী—১। মালাবদল। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—১। বড় বৌ, ২। বৈরাগী ঠাকুর, ৩। নূতন উপনিবেশ, ৪। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ৫। জন্তুদের বন্ধু নন্তবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ৯ম সর্গ, হিম্মৎ বর্ম্মণ কৃত, (বম্বে)। ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী—Tathagata Udaya-purani-samdharani dharani (Ancient Japanese Mock Print of Old Tex in Siddham with Japanese Transcription and Chinese Translation)। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। পুরুলিয়ার কোর্ট বিল্ডিংএর প্ল্যান্, ২। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের Dynamo House, ৩ একখানি পুলের নক্সা।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুথি

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন- ১। মহাভারত,—অশ্বমেধ পর্ব্ব, ২। ঐ—দ্রোণ—শান্তি পর্ব্ব, ৩। ঐ বিরাট পর্ব্ব, ৪। ঐ—সভাপর্ব্ব, ৫। ঐ– উদ্যোগ– ভীষ্মপর্ব্ব, ৬। ঐ অভিষেক ও অনুশাসন পর্ব্ব, ৭। বংশাবলী; ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৮। হরিবংশ, ৯। মহাভারত আদি পর্ব্ব, ১০। ঐ– ভীষ্মপর্ব্ব, ১১। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড, ১২। ভীষ্ম-দ্রোণপর্ব্বকথা, ১৩। ভাগবতী কথা, ১৪। বৃহদ্দৌশনসোপপুরাণ বা বিষ্ণ্যপুরাণ, ১৫। বিষ্ণুপুরাণ, ১৬। বায়ুপুরাণ—গয়ামাহাত্ম্য, ১৭। চন্দ্রবংশ কাব্য, ১৮। কুসুমাঞ্জলি-কারিকাব্যাখ্যা, ১৯। সাহিত্যদর্পণবিবৃতি, ২০। (ক) গূঢ়ার্থকৌমুদী, (খ) সুপদ্মমকরন্দ, ২১। (ক) পিচ্ছিলা তন্ত্র, (খ) বর্ণাভিধান, (গ) সমাসবিচার, ২২। অনেকার্থ কোষ, ২৩। রসমঞ্জরী, ২৪। পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা, ২৫। (ক) গৌতমস্মৃতি, খ) পরাশরস্মৃতি, (গ) বিশ্বামিত্রস্মৃতি, (ঘ) বশিষ্ঠস্মৃতি, ২৬। ধীরবোধক সংগ্রহ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৭। রস-প্রকরণ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৮। সারসংগ্রহ (বৈদ্যক), ২৯। রামগীতাব্যাখ্যা, ৩০। চন্দ্রোন্মীলন (১ম—২৫শ পটল), ৩১। মহিম্নঃস্তবব্যাখ্যা, ৩২। বিবাহব্যবস্থা বা সম্বন্ধনির্ণয়, ৩৩। তিথিতত্ত্ব, ৩৪। মুদ্রারাক্ষস, ৩৫। মহাবস্তু অবদানে—নিদানবস্তু গাথা ও নরক পরিবর্ণন ৩৬। চাতুর্মাস্য প্রয়োগ, ৩৭। শ্রৌত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগসংগ্রহ, ৩৮। কৌকিলী সৌত্রামণীপ্রয়োগ, ৩৯। চরক সৌত্রামণী প্রয়োগ, ৪০। যাজমান প্রয়োগ

৪১। দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪২। আশ্বলায়ন সূত্রপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪৩। অগ্নিহোত্র-প্রয়োগ, ৪৪। অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি (হোত্রকর্ম্ম), ৪৫। চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগ, ৪৬। বৃষোৎসর্গ-পদ্ধতি (সামবেদীয়), ৪৭। যাজমান প্রয়োগ (যজুর্ব্বেদীয়, ৪৮। অগ্নিষ্টোম—সোমসাম প্রয়োগ ৪৯। আশ্বলায়নীয় প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, ৫০। ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, ৫১। দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি-প্রয়োগ, ৫২। শ্রৌত পদ্ধতি—চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগ, ৫৩। অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, ৫৪। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগ (আশ্বলায়নোপযোগী), ৫৫। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৬। কৌষীতকপদ্ধতি—৮ম অধ্যায় (ব্রহ্মৌদনপ্রকৃতিসববিধান), ৫৭। দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৮। আবসথ্যাধানপদ্ধতি ৫৯। দর্শপূর্ণমাসব্যাখ্যা, ৬০। রুদ্রমঙ্গল, ৬১। কালীকুলামৃত তন্ত্র, ৬২। আচারসার তন্ত্র (মহাচীনাচার), ৬৩। বীজচিন্তামণি তন্ত্র, ৬৪। ভৈরবতন্ত্রে রসার্ণবে রসসংহিতা, ৬৫। মহাগণেশপূজাবিধি (সচিত্র), ৬৬। বৈপুল্যসূত্র।

গ—উপহারপ্রাপ্ত মূর্ত্তি, সাহিত্তিকগণের নিদর্শন ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ত্রিশূলোপরি সতীদেহধারী মহাদেব।
" ঋষিবর মুখোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ভোটির স্তূপ।
" নির্ম্মলকুমার বসু— (১) প্রস্তরমূর্ত্তি হরপার্ব্বতীমূর্ত্তি।
" মৃগাঙ্কনাথ রায়— (১) প্রস্তরমূর্ত্তি—স্ত্রী পুরুষ।
" বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য— (১) তিব্বতদেশীয় মূর্ত্তি (প্যারিস প্লাষ্টারে ছাঁচে তোলা)।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ— (১ মৃন্ময় দ্রব্য—হুগলী খামারগাছী ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপ খননকালে ২৩ হাত নীচে প্রাপ্ত।
" প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য— (১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবহৃত কুক্ কেল্‌ভির ঘড়ি। মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন।
২) শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত একটি ওয়াচ্ (ঘড়ি)।
(৩ শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বহস্ত-লিখিত কবিতা এক পৃষ্ঠা।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ— (১) রসচক্রের চিত্র (ফটো)।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৮এ শ্রাবণ ১৩৪০, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷০ টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সভাপতি।

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী ও দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী ১১ খানি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি" প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন　　শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশি, রাজসাহী, ২। মৌলবী মুহম্মদ্ এনামুল হক্ এম্-এ, চট্টগ্রাম, ৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুহৃৎ মিত্র, ৬।২ কীর্ত্তি মিত্র লেন, ৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, ১৪ পার্শিবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, প্রবাসী কার্য্যালয়, ৬। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ২।এ হাজি জেকারিয়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বহরমপুর, ৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, ১৭।২ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ। ৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম্-এ, ৮।এ কালুঘোষ লেন।

(খ) উপহার প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। উলা বা বীরনগর, ২। রবীন্দ্রনাথ ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত, ২। Mahatma Gandhi's Sayings. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। যুগ্ম প্রসূন, ২। কেরাণীর মাস কাবার, ৩। অভিমানিনী, ৪। পথহারা, ৫। কুলবধূ, ৬। যাত্রী, ৭। অভিসারিকা. ৮। গোবিন্দরাম, ৯। ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন, ১০। Her Closed Hands, ১১। Like Another Helen, ১২। Dorothy—The Rope Dancer, ১৩। Rammohun Roy—The Man and His Works (Centenary Booklet). শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Revolt of Modern Youth, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। ছায়া সীতা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১। আদিশূর ও বল্লালসেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়—১। শ্রীকৃষ্ণবিলাসঃ, ২। শ্রীশ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী, ৩। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা রাজাধিরাজ যোগ, ৪। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (বঙ্গানুবাদ)। গিরিধর দাস। ৫। কথা ও পত্র, ৬। প্রেমামৃত সিন্ধু। The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—১। Annual Report of the Archaeological Survey of India, for 1928-29, The Surveyor-General of India—১। General Report of the Survey of India, for the year 1931-32. শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী—১। A Critical Study of the Songs of Govindadas (৩ খানি). The Director, Geological Survey of India—১। Memoirs of the Geological Survey of India, vol. LXIII, Part I, 1933, ২। Records of the Geological Survey of India, vol, LXVI, Part 4, 1233, The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। শিল্পের উন্নতি সাধন, ২। রক্ষা কবচ, ৩। শাসন-সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা, ৪। শাসনসংস্কার ও বাঙ্গালা।

চতুর্থ-মাসিক অধিবেশন

১১ই ভাদ্র ১৩৪০, ২৭এ আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সভাপতি।

১। গত ২য় ও ৩য় মাসিক অধিবেশনের এবং ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইলেন,

(১) স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর) এবং (২ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র (বর্দ্ধমান)।

৫। ডক্‌টর শ্রী.ক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ হইবে)।

প্রবন্ধপাঠক এবং লেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

(১) শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্ এস্-সি, বরিশাল, (২) শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, কলিকাতা, (৩) শ্রীযুক্ত শিখরকুমার বসু, ঐ, (৪) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিং, (৫) শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়, কলিকাতা, (৬) শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত, ঐ, (৭) শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত, ঐ, (৮) শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, ঐ, (৯) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঐ, (১০) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে, এম্-এ, ঐ।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

প্রদাতা—রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:—(১) Calcutta University Calendar, for 1933, (২) Journal of the Department of Letters, Vol. XXIII, 1933. (৩) Director of Industries, Bengal:—(৪) Soap-Making Reverse Graining in the Manufacture of Washing Soap. The Secretary, Smithsonian Institution—(৫) Exploration and Field-work of the Smithsonian Institution in 1932, (৬) The Story of Kalaka, (৭) Scouting for a Site for a Solar Radiation-Station, (৮) Forecasts of Solar Variation, (৯) Amphibians and Reptiles collected by the Smithsonian Biological Survey of the Panama Canal Zone, (১০) The Latitude Shift of the Storm Track in the 11-year Solar Period. (১১) The Kampometer, a new Instrument of Extreme Sensitiveness for Measuring

Radiation. The Director, Geological Survey of India—১২। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, Part 1, 1933. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। যৌমা, ১৪ কুরু পাণ্ডব। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম অংশ, (অসম্পূর্ণ)। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ—১৬। মধুরলীলা, ১৭। কলিয়ার পাঠ। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র—১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা, পূর্ব্বার্দ্ধ।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪০, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।৷০টা।

স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হয়,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩৪০, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।৷০টা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত—সভাপতি।

১। গত চতুর্থ মাসিক ও চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত পরলোকগত সদস্যগণের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল। সমবেত সভ্যমণ্ডলী তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

(ক) মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ (শান্তিপুর), (খ) হেমচন্দ্র সরকার এম্-এ (রাজহাটী), (গ) অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর (রাজসাহী), (ঙ) রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ, বি এল (বসিরহাট), (চ) অসিতাকুমার গুহ, এটর্ণী (কলিকাতা), (ছ) কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এটর্ণী (কলিকাতা), (জ) অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় (চুচুঁড়া) এবং (ঝ) সতীশচন্দ্র দে সরকার (রঙ্গপুর)।

৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় "মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

৬। বিজ্ঞাপিত হইল যে, সাধারণ তহবিলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গচ্ছিত তহবিল হইতে ৪৩৪৬৵৭ টাকা হাওলাত লইতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, ঐ, ৫। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত টি এন্ গুপ্ত, নিউ দিল্লী, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত শিখিভূষণ সরকার, ঐ, ১০। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, দিল্লী, ১১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেববর্ম্মা বিশ্বাস, কলিকাতা, ১২। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ঐ, ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ১৪। শ্রীযুক্ত করুণা মিত্র, ঐ, ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ, ১৬। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, ঐ, ১৭। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা, ঐ, ১৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, ঐ, ১৯। শ্রীযুক্ত নিমাই-

চরণ সিংহ, শিবপুর, হাওড়া, ২০। শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়, কলিকাতা, ২১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, ২২। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, এম্-এ, ঐ, ২৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা, ২৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র হোম চৌধুরী, ঐ, ২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত এম্-এ, শিলং, ২৬। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, ২৭। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়, মধুপুর, ২৮। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৯। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ দেশাই, কলিকাতা।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু :—১। আনন্দ-লহরী, ২। রাজসিংহ নাটক, ৩। বিপদ্-রহস্য ও বিপদ্মুক্তি ৪। আমার ব্যবসা জীবন, ৫। Deshapriya Jatindra Mohan and his Life and Work, ৬। Uncle Sham. ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা :—৭। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ :—৮। কল্যাণ (শিবাঙ্ক সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ :—৯। Barrackpore Govt. School Magazine, vol. X, No. I, II, সার্ব্বজনীন পত্রিকা, ১ম, ১ম—২য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—১০। ভারত কি সভ্য? ১১। শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন, ১২। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৩। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনা-পদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত, ১৪। জেনেভা ভ্রমণ, ১৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্যকাহিনী ১৬। The Finger of Destiny and other Stories, ১৭। Sardhana and its Begum, ১৮। Administration Report of the Archaeological Department of Travancore, for 1932 (1106 M .E.). শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় :—১৯। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন :—২০। জ্ঞান-চন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা), ১ম বর্ষ, ১২৬৭, ৫৬—৬০ম সংখ্যা (ছিন্ন)। ২১। * ১২৬৮, ৬৯, ৭১ ও ৭২ বঙ্গাব্দের কতকগুলি "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা"। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত :—২২। এ-বেলা ও-বেলার গল্প। Secretary, Publicity Board, Bengal :—শাসনসংস্কার ও বাংলার আর্থিক অবস্থা, বঙ্গদেশে চিনি, ভদ্রলোকদিগকে জমি বিলি, আইন ভঙ্গের আন্দোলনের ব্যর্থতা, Some Wirless Talks on Agriculture শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে :—২৩। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ (লীলা পরিচ্ছেদ)। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত :—২৪। সদ্গোপ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশ্যশক্তি, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা কৃষি-লক্ষ্মী, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কায়স্থ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম, ৭ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা, ঐ ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঐ, ২৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস :—২৫। এবার কবি ২৬। রবীন্দ্রনাথ, ২৭। ব্যথিতার দান। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ :—২৮। বাঙ্গালীর বাহুবল। শ্রীযুক্ত স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য :—২৯। জাতিকথা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার-

রঞ্জন দাশ :—৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় :—৩১। আর্য্য-ভূমি। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দু রায় :—৩২। একখানি মুখ। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব :—৩৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, ১ম খণ্ড), বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৩৪। The Social History of Kamarup. ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—৩৫। কাটস্‌ গাইড। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত :—The Science of the Sulba, The Bakhshali Mathematics, The Jaina School of Mathematics, The Algebra of Narayana, Hindu Contributions to Mathematics. শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত :—৩৬। Town Planning in Ancient Indian। The Manager of Publication, Archaeological Survey of India, Delhi :—৩৭। Eastern-Indian School of Mediaeval Sculpture by R. D. Banarjee. The Keeper of Records, Govt. of India :—৩৮। Chinese Grammar, ৩৯। Tibetan Grammar, ৪০। Tibetan Dictionary, ৪১। A Brief Sketch of Universal History (Uriya). ৪২। The Batrish Singhasan (Uriya), ৪৩। Aiyurji (Hindi), ৪৪। Bhutan Dictionary, ৪৫। Khuddak Patha (Hindi), ৪৬। Elements de la Grammaire Assyrianne ৪৭। Comparative Grammar of the Semitic Language, ৪৮। Nityacarapradipah, vol. I, ৪৯। Nityacara-paddhati, vol. I, ৫০। Wujra Soochi, ৫১। Haralata, ৫২। Srimad Bhagabat, vols. I, II. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot :—৫৩। Report of the Administration of Bengal, 1931-32, Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs. The Secretary, Govt. of India, Deptt. of Education :—৫৪। Catalogue of the India House Library. Manager, Gita Press, Gorakhpur :—(হিন্দী) ৫৫। ভক্ত চন্দ্রিকা, ৫৬। ভক্ত কুসুম, ৫৭। ভক্ত সপ্তরত্ন, ৫৮। আদর্শ ভক্ত। Manager, Mahamandal Press :—৫৯। শাস্ত্রজ্যোতিঃ, ৬০। সুদিন বিচার, ৬১। ভোজন বিচার। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :—৬২। * (ক) সংবাদ প্রভাকর (কয়েক সংখ্যা), (খ) সোমপ্রকাশ, (গ) এডুকেশন গেজেট, (ঘ) সাপ্তাহিক সংবাদ, (ঙ) Brahmo Public Opinion, (চ) Reis and Rayyat, ঐ, (ছ) The Indian Echo, (জ) হিন্দুললনা, (ঝ) প্রতিকার, (ঞ) ভারতবন্ধু, (ট) নববিভাকর, (ঠ) দর্শক, (ড) সাধারণী, (ঢ) প্রতিধ্বনি, (ণ) সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা, (ত) সাহিত্য মুকুর [একত্র বাঁধা]। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী :—৬৩। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :—৬৪। Press and Press Laws in India। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী :—৬৫। রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন খসড়া)। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত :—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

৬৬। সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। The Director of Archaeology, Hyderabad :— ৬৭। Annual Report of the Archæological Deptt. of H. E. H. the Nizam's Dominions, 1929-30. ৬৮। Do. 1930-3. Director of Geological Survey of India :—Memoirs of the Geological Survey of India,—vol. LXII, Pts. I, II, Do. vol. LV. Pt. 2, Records, vol. LXVII, part III, 1930. শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা :—৬৯। Acharya Ray Commemoration Volume. শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় :—৭০। Cunningham—Archaoelogical Survey of India, Report, vol. VII. ৭১। Do. vol. VIII. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র :—৭২। A Snail's Wooing, ৭৩। Bundahis—Puhlvis Text, Blue Peter, Nos. 137-38. শ্রীযুক্ত করঙ্কাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় :—৭৪। Notes for Visitors to Kashmir. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু :—Cultural Anthropology. রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় :—৭৫। The Oraons of Chota Nagpur, ৭৬। The Birhors, ৭৭। Oraon Religion and Custom. শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় :—৭৮। *Historical Album of the Rajahs and Taluqdars of Oudh (1880). Govt. of India :—৭৯। Thirty-Fourth Annual Report the Chief Inspector of Explosives in India for the year ending 31st March, 1933. The Director of Industries, Bengal :— The Oil of Nahor Seed (Mesua-Ferrea) and its Application in the Manufacture of Grained Soap. The Superintendent, Govt. Printing, Punjab—৮০। Annual Report of the Central Museum, 1932-33. The Superintendent, Naval Observatory, U.S.A.—৮১। The American Ephemeris and Nautical Almanac for 1935. The Supdt. Govt. Museum, Madras—৮২। Administration Report of the Govt. Museum and Connemara Public Library for the year 1932-33. শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র,—৪৭খানি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩৪০, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্ধার অর্থ কি, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া "মেষাদি নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধের অংশবিশেষ চিত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ-

মোহন বসু এম্-এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

তৎপর প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ ১৩৪০, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ স্বর্গীয় হেমবাবুর বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তৎপরে নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইল,—

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক এবং ইহার শৈশবাবস্থা হইতে অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী এবং হিতৈষী সদস্য হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

২। "অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি ৺হেমবাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮এ মাঘ ১৩৪০, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত পঞ্চম মাসিক এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। এই প্রসঙ্গে জানান হইল যে, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে শতাধিক পুস্তক এবং কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার লাইব্রেরীর প্রায় চারি শত পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ মহাশয়-প্রদত্ত (ক) নরসিংহমূর্ত্তি এবং চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃণ্ময় স্তূপ প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি মূর্ত্তি দানের জন্য প্রদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের এই তিন জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে,—(ক) ভারতবিশ্রুত এবং বঙ্গদেশের কৃতী সন্তান স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, (খ) উদ্ভিদ ও কৃষিতত্ত্ববিদ্ এবং কৃষিতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থপ্রণেতা প্রবোধচন্দ্র দে এবং (গ) কান্দীনিবাসী পূর্ণচন্দ্র সিংহ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদেব স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন" নামক প্রবন্ধ এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্নলিখিত "মন্তব্য" পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন" বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। পরিষৎ-পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায়, আগড়পাড়া, ২৪পঃ, ৩। শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাট, ৪। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত পুরন্দাস ঘোষ, বি, ই, খিদিরপুর, ৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ, মাদ্রাজ, ৮। শ্রীযুক্ত চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ, এম্-বি, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানভূম, ১০। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, কলিকাতা, ১১। শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, ঐ, ১২। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত এম্-এ, শ্রীহট্ট।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১। স্বায়ত্ত চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২। তত্ত্বজ্ঞানামৃত, ১ম খণ্ড, ৩। ঐ, ৩য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১। খেয়াল, ১২৮৬ ও ১২৮৭। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—১। আত্ম লীলা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১। প্রকৃতির জয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। শান্তি-সোপান, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী—১। সাদীর পন্দনামা। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ নন্দী—১। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণবাণী। শ্রীযুক্ত দেশ-সম্পাদক—১। দেশ, ১ম, ৩য়—৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ—১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিষশাস্ত্রী—১। হাতের ভাষা, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত এল, পালিত—১। Journey of Life. শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ চৌধুরী—১। Malik Ambar. The Director of Industries, Bengal :—১। Composition and Detergency of Washing Soap specially of the Grained Type. The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch :—Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, pt 2, 1933, 2. Epigraphia Indica—Vol. XXI, pt II. The Secretary, Smithsonian Institution :—(a) Smithsonian Physical Tables. (b) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, (c-d) Contents of the Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 85, 86. (e-g) Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 89, nos 7, 8 and 9. The Librarian, Bengal Library—১। Descriptive Catalogue of Bengali Mss. in the Library of the Calcutta University, Vol. II. ২। Do. Tanjore Maharaja's Sarfoji Library, Vedas Vol I, ৩। Do. Vol. II. ৪। Vedanga. Vol. III. ৫। Do. Kavyas, Vol. VII. ৬। Do. Natakas, Vol. VIII. ৭। Do Kosa, Chandas and Alankara, Vol. IX. ৮। Govt Oriental Mss. Library, Madras, Vol. IV. Parts, A-B-C. Sanskrit, ৯। Do. Do. Vol. V, Parts, A-B-C, ১০। Theism as Life of Philosophy, ১১। Ma-As-u-i-Rahimi (Memoirs of 'Abu Ur-Rahim Khan Khanan (A. S. B), ১২। Tarikhi Mabarak Shahi (A. S. B), ১৩ Tabaquat-i-Akbari, (A. S. B) ১৪। Collected Geometrical Papers, ১৫। A Note on Retrenchment in Bengal, ১৬। গীত উপক্রমণিকা ১৭। মহাভারত (বনপর্ব্ব) কবিরাম, ১৮। ধন-বিজ্ঞানে সাক্‌রেতি, ১৯। জ্ঞান-প্রবেশিকা, ২০। ষট্‌কর্ম্মদীপিকা, ২১। জাতীয় ভিত্তি, ২২। গীতমালিকা, ২৩। গীতাঙ্কুর, ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, (মধুসূদন জানা), ২৫। প্রাক্‌টিশনার, ২৬। সহজ ডাক্তারী শিক্ষা, ২৭। আমার জীবনী, ২৮। ভিক্ষার ঝুলি, ২৯। মেয়েদের সাংখ্য, ৩০। আলাপে, প্রলাপে,

৩১। যমুনা বিলাস, ৩২। বিবেকানন্দের ছাত্রজীবন, ৩৩। ব্রহ্মচর্য্যাম্‌, ৩৪। তাপসমালা, ৩৫। অর্ঘ্য, ৩৬। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, ৩৭। জাতিতত্ত্ব ও নমশূদ্রকুলদর্পণ, ৩৮। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৩৯। গরুড় পুরাণ, ৪০। ব্রহ্মচর্য্য (গান্ধী লিখিত), ৪১। সংযম সাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিকার, ৪২। যোগ, ৪৩। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের তিন জন, ৪৪। মাঘোৎসব ৪৫। মৌরীফুল, ৪৬। দিগন্ত, ৪৭। মন দেয়া নেয়া, ৪৮। ইহাই নিয়ম, ৪৯। চন্দ্রধর, ৫০। পুরোহিত, ৫১। সতীতীর্থ, ৫২। বাসুকী, ৫৩। শেফালেত, ৫৪। রূপ ও যৌবন, ৫৫। ভক্তিরত্নমালা, ৫৬। আনন্দ বিবেক, ৫৭। বেদন-বাণী, ৫৮। আরতি, ৫৯। গীতিকদম্ব, ৬০। তীর্থপথে, ৬১। ধ্বস্তা, ৬২। দেবেন্দ্রগীতিমালা, ৬৩। নালুদার চিঠি, ৬৪। মারণ মন্ত্র, ৬৫। অস্তাচল, ৬৬। চেনা ও জানা, ৬৭। মনের খেলা, ৬৮। পরীর প্রেম, ৬৯। বিন্নদীর পারে, ৭০। শ্রীশ্রীঅনঙ্গের রঙ্গ, ৭১। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, ৭২। আপন ভোলা, ৭৩। জগা মাধা উদ্ধার ও নিমাই-সন্ন্যাস, ৭৪। মুক্তি বাঁধন, ৭৫। সিন্ধুগৌরব, ৭৬। সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, ৭৭। শিক্ষা ও সেবা, ৭৮। চৈতন্য জাতক, ৭৯। গুচ্ছ, ৮০। ঢপ কীর্ত্তন বা চাকপ্রবাস, ৮১। ভক্তি লীলা, ৮২। কীর্ত্তন কলিকা, ৮৩। স্বর সাধনা, ৮৪। শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, ৮৫। গুরুগীতা ৮৬। নিমাইসন্ন্যাস, ৮৭। আনন্দ লিপি, ৮৮। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৮৯। চণ্ডীতত্ত্বানন্দ, ৯০। মা ও আমি অভিন্ন, ৯১। সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী, ৯২। সহজিয়া সাহিত্য, ৯৩। সদ্ভাবতরঙ্গিণী, ৯৪। মনসামঙ্গল ধুয়াবলী, ৯৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত (জানা), ৯৬। রাজ্যশ্রী, ৯৭। বাঞ্ছারামের বৈকুণ্ঠলাভ, ৯৮। আত্মবলি, ৯৯। উপায়ন, ১০০। নব জ্যোতি, ১০১। জাহ্নবী তটে, ১০২। আরতি, ১০৩। ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ, ১০৪। কেশবচন্দ্র, ১০৫। ধর্ম্ম সাধন, ১০৬। বিধানভগ্নীসঙ্ঘ, ১০৭। গুপ্ত সাধ গলিত দাস, ১০৮। খৃষ্টের অনুকরণ এবং নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রের কতিপয় সংখ্যা—(১) চিত্ত কথা, (২) চিত্তপল্লী, (৩) সৌরভ, (৪) চিকিৎসাপ্রকাশ, (৫) উত্তরা, (৬) মোহাম্মদী, (৭) শান্তি, (৮) স্বাস্থ্যসমাচার, (৯) ইঙ্গিত, (১০) শতদল, (১১) শনিবারের চিঠি, (১২) মহিলা বান্ধব, (১৩) গৃহস্থমঙ্গল, (১৪) হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা, (১৫) সাধনা, (১৬) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, (১৭) বৈশ্যসাহা সুহৃদ্‌, (১৮) বিশ্বজনীন, (১৯) গন্ধবণিক্‌, (২০) শিখা, (২১) অঞ্জলি, (২২) আর্ত্তসেবক, (২৩) যুবক, (২৪) তাম্বুলি পত্রিকা, (২৫) জয়শ্রী, (২৬) [illegible]নিয্যান, (২৭) কৃষি সম্পদ্‌, (২৮) উৎসব, (২৯) বৈশ্য পত্রিকা, (৩০) প্রণব, (৩১) তেলিবান্ধব, (৩২) যোগশক্তি, (৩৩) হোমিওপ্যাথিক দর্পণ, (৩৪) পল্লীমঙ্গল, (৩৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩৬) কায়স্থ পত্রিকা, (৩৭) মুকুল, (৩৮) বৈদ্যপ্রতিভা, (৩৯) বিংশ শতাব্দী, (৪০) বৈশ্যহিতৈষিণী, (৪১) স্বাস্থ্য, (৪২) সারস্বত পত্রিকা, (৪৩) তিলির গৌরব, (৪৪) ভেষজ ও স্বাস্থ্য, (৪৫) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সমাচার, (৪৬) আবর্ত্ত, (৪৭) অরুণ, (৪৮) খেয়ালিয়া, (৪৯) বিদ্যুৎ, (৫০) ব্রহ্ম বিজ্ঞান, (৫১) আঙ্গিনা, (৫২) ভারতের সাধনা, (৫৩) বাণী (উড়িয়া)।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয়, বিপিন বাবুর গুণাবলীর আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, এই চিত্র প্রস্তুত করিতে পরিষৎকে নিম্নোক্ত বন্ধুগণ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অগ্রণী হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ ও চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী বীণা চৌধুরী—৫৲, শ্রীমতী ইন্দিরা দে—৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৪৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী-মোহন দাস—৫৲, রায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—৪৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রত্যেকে ২৲ হিসাবে এবং শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্, এল্, রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে ১৲ হিসাবে দিয়াছেন। ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র" বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দিবেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় তাঁহার "ফতেয়াবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সে বিষয়ের আলোচনায় সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন — শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, ২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল্, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, এম্-এ, বাঁকুড়া, ৪। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মন্, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু কয়াল, ঐ।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১। সরস্বতী, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়—২। রোগ ও পথ্য, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়—৩। Wood and Lino Cuts. শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক—৪। The History of North-Eastern India. শ্রীযুক্ত বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—৫। ভক্তি কিরণাবলী, The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—৬। Bakshali Manuscripts, Part III. Report, Archaeological Survey of India, Imperial Series. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot—৭। Annual Report of the Administration of Jails of Bengal Presidency. The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—৮। Forty-eighth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, ৯। Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 87, No. 18, ১০। Do. Do. Vol. No. 1.

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৪০, ১১ই মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের দুইটি কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জনৈক ইংরাজ কারিকর দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের এক প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতায় ঠাকুর-পরিবারের অধিকারে রহিয়াছে। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয়, তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ প্রদর্শনী-সমিতির পক্ষে ঐ আলোকচিত্রটি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদগস্থণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ, গোবর্দ্ধন নাট্যসমাজ, হাওড়া, ২। শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল্, শ্যামবাজার, এ, ভি, স্কুল, কলিকাতা।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt. Printing Press, Bengal—১। Eighth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal. The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—২। Memoirs of the Geological Survey of India Vol. LXIV, Part 1. ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩। The Consolidation of Christian Power in India.

নবম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩৪০, ২৫এ মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - সভাপতি।

১। গত অষ্টম মাসিক ও অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্-এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার সুবিধা হইবে।

৫। অধিকাংশ সভ্যের মতে নিম্নোক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্তা বাসন্তী সেন, ২। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৮ বাহির মির্জাপুর রোড, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত অমুজাচরণ সেন, ৯০।৩, গ্রে ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ৫। শ্রীযুক্তা তটিনী দাস এম এ, প্রিন্সিপ্যাল, বেথুন কলেজ, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, ২২৪-ই মাণিকতলা মেন রোড, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, ৮। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭, চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Surveyor General of India—১। The General Report of the Survey of India for 1932. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—২। নল-দময়ন্তী। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—(৩) Mira Bai, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—(৪) Orissa under the Bhauma Kings. শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত—৫। 'ভগবান্ বুদ্ধ।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা।

১৯শে চৈত্র ১৩৪০, ২রা এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল ও সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ, ইহার গঠন ও প্রসারে তাঁহার অনুষ্ঠিত চেষ্টা, ইহার সেবায় নিষ্ঠার সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত নবম মাসিক ও দশম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ মহাশয় তাঁহার 'মহাকবি কালিদাসের সময়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

৫। আলোচনার পর নিম্নোক্ত দুইটী নিয়ম গৃহীত হইল,—

(ক) প্রচলিত ১৫শ নিয়মের পরিবর্ত্তে—"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"

(খ) নূতন নিয়ম—"৪২ (ঙ)। কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এস্-সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মল্লিক, ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ঐ। ৩। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, ৯৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, পটলডাঙ্গা লেন, ঐ, ৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ ঘোষ, ১০০।১, কড়েয়া রোড, ঝাউতলা, ৬। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১, তেলিপাড়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, বীরভূম।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt. Printing, Bengal—(১) Midnapore and Terrorism, (২) Report of the Administration of Bengal, 1932-33. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩) হাদিছের আলো, ডাক্তার এস্, কে, মুখার্জ্জী—(৪) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীযুক্ত ডাক্তার টি, বি, মুখার্জ্জী—(৫) গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৬) বঙ্গীয় শব্দকোষ (অ—আঁইস), শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা—(৭) শ্রীশিবমহিমবিকাশ, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—(৮) The Fault of One, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—(৯) * সংযুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার—(১০) বাঙ্গালার কথা, (১১) Memoirs of The Asiatic Society of Bengal—Vol. IX No 6, Vol. XI, No. 5, Vol. XI, No. 4, Vol. XII. No. 1. শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—(১২) টম্ ব্রাউনের স্কুল-জীবন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) কন্যার প্রতি উপদেশ।

দশম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি— সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা। (খ) শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "বন্দে মাতরম্‌" গান গাহিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "বঙ্কিম-মঙ্গল" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদ ও হিন্দুধর্ম্মের বর্ণভেদ সম্বন্ধে কতকগুলি রচনার উল্লেখ করিয়া, সেগুলি এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতার বিষয় বলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে পর, বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের একজন সদস্য "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" এই গানটি গাহিলেন এবং উক্ত পরিষদের অন্যান্য সভ্যগণ কমলাকান্তের দপ্তর হইতে কমলাকান্তের জবানবন্দি অভিনয় করিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, সভাপতি মহাশয় এবং গায়ক, অভিনেতা ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গাব্দ—১৩৪০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ একচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সংক্ষেপে গত চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

পরিষদের সদস্যসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট সদস্য	৭	৭
(খ) আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ সদস্য	১০৬৩	৭৮২
(চ) সহায়ক সদস্য	২২	২২
	১১১১	৮৩০

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে চারি জন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আসিয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আজীবন সদস্য - আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস মহাশয়দ্বয় আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ হিসাবে দান করিয়াছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উক্ত দান গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইবে।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য—দুঃখের বিষয়, পরিষদের সদস্য-তালিকায় এই শ্রেণীর কোন সদস্যই এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন না। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রস্তাবই আসে নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—শহর। বর্ষারম্ভে ৪৪১ জন কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ৫ জন মফস্বলের সদস্য হইয়াছেন এবং ঠিকানা না থাকায় ৩ জনের নাম এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ১১২ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে; এবং বর্ষমধ্যে ৪১ জন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন ও বর্ষশেষে শহর ও মফস্বলবাসী সদস্যের চাঁদার হার সমান হওয়ায় ১৯২ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতাবাসী সদস্যের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৪৪ হইয়াছে।

মফস্বল—বর্ষারম্ভে ৬২২ জন মফস্বলবাসী সদস্যের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১৯২ জন কলিকাতাবাসী সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ২৭৬ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ জন পুনরায় সদস্য হইয়াছেন, ৫ জন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ৮১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২৩৮ হইয়াছে।

(চ সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ২২ জন সহায়ক-সদস্যের মধ্যে ৪ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যায় এবং ৪ জন নূতন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য ২২ জন ছিলেন।

ছাত্র-সভ্য

বর্ষারম্ভে ২৩ জন ছাত্র-সভ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে দুই জন ছাত্র সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তন্মধ্যে একজন সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ২৪ হইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—

১। অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
২। ডক্টর অভয়কুমার গুহ
৩। অসিতাকুমার গুহ
৪। কামিনী রায়
৫। রায়সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু
৬। রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর
৭। কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮। কৃষ্ণচন্দ্র দাস
৯। গোকুলচাঁদ বড়াল
১০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১২। নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়
১৩। পূর্ণচন্দ্র সিংহ
১৪। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র
১৫। প্রমথনাথ বসু
১৬। রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর
১৭ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ
১৯। ডাক্তার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য
২০। সতীশচন্দ্র দে সরকার
২১। হেমচন্দ্র ঘোষ
২২। হেমচন্দ্র সরকার

এই সকল সদস্যের মধ্যে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়া আলোচ্য বর্ষে সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু দিন সহকারী সম্পাদকরূপে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের মৃত্যু হইয়াছে,—
১। কুমুদনাথ লাহিড়ী, ২। কৈলাসচন্দ্র সরকার, ৩। জগদানন্দ রায়, ৪। *প্রবোধচন্দ্র দে, ৫। *বিজয়চন্দ্র সিংহ, ৬। * স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, ৭। যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মিলন এবং তদুপলক্ষে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, পুঁথি, পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই প্রদর্শনীর বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ দিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব স্থগিত রাখা হয়।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ 'মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে' প্রকাশিত হইয়াছে,—(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা ৪, এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৬।

(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, রবিবার—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপন, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন, আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ এবং কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর বিগত বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি পরিষদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার মঙ্গলকামনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনের শেষাংশে সভাপতি মহাশয় চলিয়া যাওয়ায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সভাপতি পদ গ্রহণ করেন।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৪ঠা আষাঢ়, ৮ই আষাঢ়, ২৮এ শ্রাবণ, ১১ই ভাদ্র, ২৩এ পৌষ, ২৮এ মাঘ, ২০এ ও ২৭এ ফাল্গুন, এবং ১১ই ও ২৬এ চৈত্র—এই দশ দিনে দশটি অধিবেশন হয়। নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি এই সকল অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
২। কৃত্তিবাসের জন্মশক—	ঐ
৩। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন স্থরি	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত

৪।	আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত
৫।	মহাভারতের দশাঙ্ক সংখ্যা	ঐ
৬।	চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন'	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
৭।	ঐ প্রবন্ধ আলোচনা	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন
৮।	ফতেয়াবাদ	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৯।	রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ
১০।	সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
১১।	মহাকবি কালিদাসের সময়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা

(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৫ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য চারিটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে সঙ্গীত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনাদি হইয়াছিল।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

(১) ১৫ই শ্রাবণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের এবং (২) ২০এ ফাল্গুন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত (৩) কামিনী রায় মহাশয়ার এবং (৪) হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ ১৮ই কার্ত্তিক ও ২৮এ মাঘ বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। (৫) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের "মেষাদি নির্ণয়" এবং (৬) ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "পুরাণে যুগকল্পনা" প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথাক্রমে ৩০এ পৌষ এবং ৪ঠা চৈত্র দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন —

সভাপতি—আচার্য্য স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ৪। ৺কামিনী রায়, পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; (মফস্বলের পক্ষে)—১। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, ৩। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। সহকারী সম্পাদকগণ—১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কাব্যতীর্থ ২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এবং ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ। পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কোষাধ্যক্ষ—কুমার ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—৺কামিনী রায়ের মৃত্যুর পর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন, ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়. এবং ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য লইয়া একবার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়—

১। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আশুতোষ হলের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার, চিত্রশালা ও পুথিশালা হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

২। পরিষদের রবীন্দ্র সংগ্রহ-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ, হস্তলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পৃথক্ সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন সমিতিতে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৪। সদস্য ও সাধারণের সুবিধার জন্য পরিষদের কার্য্যালয় ছুটীর দিন ব্যতীত ২টা হইতে ৮টার পরিবর্ত্তে ১টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৫। নিয়মানুসারে (ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন, এবং (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) পুস্তকালয় (ছ) চিত্রশালা এবং (জ) ছাপাখানা সমিতি গঠন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে (ঝ পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তকবর্জ্জন সমিতি, (ঞ গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি, (ট) আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচিত্র নির্ব্বাচন সমিতি (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি (ঢ) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি, (ণ) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি এবং (ত) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ভোট পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের পুথিশালায় পুথি উপহার দিয়াছেন,—
১। মীর্জাপুর ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৬১ মোড়ক, ২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১৩ মোড়ক, ৩। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন—১ মোড়ক, ৪। শ্রীযুক্ত রমানাথ গুপ্ত—১ বাক্স, ৫। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১ মোড়ক, ৬। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন—১ খানি

উপরে লিখিত পুথির মোড়কগুলির মধ্য হইতে বর্ষমধ্যে ১২৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয় এবং তন্মধ্য হইতে ৭৪ খানি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথি তালিকাভুক্ত করা হয়। পুথিগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিশ্লিষ্ট ভাবে থাকায় এইগুলির মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পুথি বাছিয়া বাহির করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। অপ্রয়োজনীয় পুথিগুলি স্বতন্ত্রভাবে বাছিয়া রাখা হইয়াছে। তালিকাভুক্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ১৩ খানা ও সংস্কৃত ৬১ খানা। সংস্কৃত পুথির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ১৩৮৭ শকাব্দে লিখিত একখানি হরিবংশের পুথি অত্যন্ত মূল্যবান্। এই পুথিখানিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার জন্য একটি কাঠের বাক্স প্রস্তুত করাইয়া দিয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সংস্কৃতের মধ্যে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নূতন পুথি আছে, এবং ইহাদের কোন কোন-খানির রচয়িতার নামও ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই। গত ৪।৫ বৎসরে সংগৃহীত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, ঐ প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই সকল পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া এবং স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রদত্ত ৪২৪ খানি পুথির মধ্য হইতে ২৩ খানি

সংস্কৃত পুথি, সংস্কৃত পুথির তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বাঙ্গালা—৩১১১, সংস্কৃত—১৮২৭, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী ১২, অসমীয়া—৩ ওড়িয়া—১, এবং হিন্দী—২ মোট ৫২০৩।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুথিশালায় একটি আলমারির জন্য অর্থ দান করিয়াছেন এবং ঐ অর্থ দ্বারা একটি আলমারি ক্রয় করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে আর একটি আলমারি পাওয়া গিয়াছে।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষে ২১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। আর প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই তালিকা প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন,—(ক) পাতাপটি বারোয়ারীর সম্পাদক ৫৲ এবং (খ) সাহানগর শক্তি সঙ্ঘ—৪৲। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের সঙ্কলন-কার্য্য ও মফস্বল হইতে পুথি সংগ্রহের চেষ্টা করা, এ বৎসর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থাও অর্থাভাববশতঃ করিতে পারা যায় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে নিম্নে শ্রেণীভেদে এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। কৃত্তিবাসের জন্মশক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
২। কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
৩। চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন'—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী।
৪। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।
৫। বড়ু চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৬। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাংখ্যতীর্থ
৭। শালগ্রাম বন্ধকের দলিল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।
৮। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
৯ সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

(খ) ইতিহাস

১। প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
২। [illegible]—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য

১। বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

২। শ্রীহট্টে মাঘব্রত— শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(ঘ) বিজ্ঞান

১। আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

২। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি— ঐ

এতদ্ব্যতীত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আকার কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ইংরেজী সার মর্ম্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইতেছে—

১। চণ্ডীদাসপদাবলী—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়কে এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিষয়ে আজকাল নানারূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে। সে সকলের মীমাংসার জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের মূলাংশ গত বৎসরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে টীকার কতকাংশ ছাপা হইয়াছে। সূচী ও ভূমিকা সমেত সম্পূর্ণ টীকা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারিবে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।

৩। গৌরপদতরঙ্গিণী—আলোচ্য বর্ষে ভূমিকার ১৭৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। পরিষদ্‌পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থও সত্বর প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৫। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর একশত বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে, তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তক পুস্তিকাদির (বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি) একটি সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার সংকল্প গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে পরিষদের না থাকায়, উহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে অর্থ আসিতেছে। রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি এ বিষয়ে পরিষদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটিতে, পূর্ব্বপ্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে স্থান পায় নাই, এমন অনেকগুলি রচনা ও পুস্তিকা মুদ্রিত হইবে।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্কল্পগুলির মধ্যে—

(ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল—সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী এখনও পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে পারেন নাই।

(গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ—সম্পাদক মৌলভী আবদুল করিম এবং ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র পরিশিষ্ট-খণ্ড প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে কোন কোন পরিষদ্গ্রন্থের মূল্য হ্রাস করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করার ফলে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা গ্রন্থ বেশী বিক্রীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে পরিষদের সাধারণ-তহবিলের অর্থ ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ সরকারের বার্ষিক দান, লালগোলার মহারাজের প্রদত্ত টাকার সুদ এবং সাহিত্য-সংরক্ষণ-তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে,—(ক) মূর্ত্তি (প্রস্তর, মৃন্ময়, ধাতু ও কাষ্ঠের নির্ম্মিত)—১৪, (খ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—২, (গ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি—১, (ঘ) বিবিধ—২ দফা।

এই সকলের মধ্যে (ক) শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি ধাতুমূর্ত্তি, প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং মৃন্ময় মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়-প্রদত্ত প্রস্তর ও মৃন্ময় মূর্ত্তি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসে (উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ৩টি মূর্ত্তি এবং সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয় নানা ক্ষেত্র হইতে যে সকল উপহার ও মানপত্র পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই গত বর্ষে তিনি পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষেও তিনি ঐ শ্রেণীর কতকগুলি দ্রব্য দান করিয়াছেন।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশুতোষ হলে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের সংগৃহীত রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি, চিত্র, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন চিত্র ও রামমোহনের হস্তাক্ষর বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং রামমোহনের মুণ্ডের একটি আধার দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার ধাতুমূর্ত্তিগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত মতিমোহন দত্তগুপ্ত মহাশয়ের নিকট এষ্টিমেট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে আলোচ্য বর্ষেও কোন সাহায্য না পাওয়ায় চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে পরিষদের গ্রন্থাগারে ৩৭৩০৭ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। বর্ষমধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ-মত 'অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি' কর্ত্তৃক তন্মধ্য হইতে ৭৮০খানি অনাবশ্যক পুস্তক-পত্রিকা বাদ দেওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ১২৪৫ খানি বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং ৫০২ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তক-সংখ্যা ৩৮২৭৪ হইয়াছিল।

পরিষদের এবং পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা ছিল,—

(ক)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(খ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৫০
(গ)	রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঘ)	রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার ...	৭৬৪
(ঙ)	পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহ	৩০৯৮২
	মোট	৩৮২৭৪

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য —

1. Government of India, Central Publication Branch. 2. Surveyor General of India. 3. Archaeological Department of India. 4. Imperial Records Department 5. Publicity Officer, Bengal Government. 6. Librarian, Bengal Library, (Government.) 7. Director of Industries, Bengal. 8. Bengal Secretariat Book Depot. 9. Calcutta University. 10. School of Oriental Studies, London. 11. Royal Asiatic Society, China Branch. 12. Smithsonian Instt., New York. 13. Boston Museum, U. S. A. 18 Kern Institute, Leyden, Holland. 15. H. H. the Nizam's Government. 16. Government Museum, Madras. 17. হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী। 18. গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

যে সকল হিতৈষী বন্ধু পরিষৎকে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার' লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত লাইব্রেরার ৬৭২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন; বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় উক্ত লাইব্রেরীর ১২৪ খানি পুস্তক পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩৫ খানি পুস্তিকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ২১৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

উপহারের পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রদাতা—	পুস্তকাদি—
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে	A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shanscrit Language by H. Lebedeff. London, 1801.
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	Travels in Chaldaea including a Journey from Bussorah to Bagdad by Capt. Robert Mignan. 1822.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী	(ক) সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ১২৭৭, (খ) ভারতভৃত্য, ১২৭৯, (গ) ভূত, ১ সংখ্যা।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	(ক) সচিত্র ভারতসংবাদ, ১২৭০, (খ) চিত্রদর্শন, ১২৯৭, (গ) দর্পণ, ১ম খণ্ড, ১২৮১।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	(ক) সংবাদপ্রভাকর, ১২৪৭, ১ সংখ্যা। (খ) Delhi Gazette, 1863.

রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—জ্ঞানচন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা)- বলাইচাঁদ সেন, ১ম বর্ষ, ১২৬৭ (৫-৬ সংখ্যা)।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—Archaeologial Survey of India Report, Vol. II & VII (Cunningham), 1878.

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়—Historical Album of the Rajas and Taluqdars of Oudh. 1880.

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক—প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪।

Keeper of Records of the Govt. of India—

1. A Grammar of the Chinese Language—Rev. Robert Morrison. 1815.
2. A Dictionary of Bhotanta, or Boutan Language and a Grammar of the Bhotanta Language—Frederic Christian Gotthelf Schroeter, Ed. by J. Marshman and W. Carey, 1826.
3. Grammar of the Tibetan Language by Alexander Csoma De Koros. 1834.
4. A Dictionary (Tibetan and English)—do—1834.
5. (a) বজ্রসূচী or Refutation of the Arguments upon which the Brahmanical Institution of Caste is Founded by Ashwa Ghoshu and (b) The Tunku by Soobajee Bapoo. 1839.
6. বত্রিশ সিংহাসন (উড়িয়া অনুবাদ),—Rev. A Sutton, 1840.
7. A Brief Sketch of Universal History (উড়িয়া অনুবাদ), Nobeen Chunder Sarangee. 1866.

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—Brahmo Public Opinion, Vol. II, No. 3, 1877 এবং Vol. V, No. 48, 1882.

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সন্দর্ভ-সংগ্রহ—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং ২। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৭ খ্রীঃ)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়—Upjohn's Map of Calcutta (১৭৯৭ খ্রীঃ) উপহার দিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর নবসংস্করণ এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গীয়-শব্দকোষ' প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ মাত্রই দান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত [illegible] এক খণ্ড দান করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম দেওয়া হইল,—

১। Brahmunical Magazine : By Shivu-prusad Surma, (2nd. Ed.) Calcutta, August, 1823.

২। The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness; the first, second and final Appeal to the Christian Public by Rammohun Roy. London, 1834.

৩। Reports of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for 1835 and for 1838-39.

৪। First Impressions and Studies from Nature in Hindostan—Thomas Bacon, Vol I and II.—1837.

৫। The Ten Principal Avataras of the Hindus, with a short History of each Incarnation and Directions for the representation of the Murttis as Tableaux Vivants by Sourindro Mohun Tagore, 1880.

৬। India Office Library Catalogue, Vol. II. Part IV. (Bengali, Oriya and Assamese Books)—J. F. Blumhardt. 1905. London.

৭। The Music of Hindostan - A. H. Fox Strangways. Oxford, 1914.

৮। Ajanta—The Colour and Monochrome Reproductions of the Ajanta Frescoes based on Photography with Plates by G. Yazdani. Pt. I.

৯। Canons of Orissan Architecture—Nirmal Kumar Bose.

১০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়-সম্পাদিত 'জীবনী-কোষ'।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ও মূল্য দিয়া নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৮, ২। সাপ্তাহিক—৩৭, ৩। পাক্ষিক—৫, ৪। মাসিক—৭৬, ৫। দ্বৈমাসিক—৫ এবং ৬। ত্রৈমাসিক—১৩।

পরিষদের গ্রন্থাগারে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকার তালিকা আলোচ্য বর্ষমধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে সাময়িক পত্রের এত বড় সংগ্রহ অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থ-সংগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের নিজস্ব সংগৃহীত পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিল না। আলোচ্য বর্ষে এই তালিকার পাণ্ডুলিপি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের অর্থবল এবং লোকবল উভয়ই অপ্রচুর; এই হেতু তালিকা-প্রস্তুত কার্য্য এত দিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রন্থাগারের

নির্দ্দিষ্ট একজন লেখকের দ্বারা এই কার্য্য সম্পূর্ণ করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষদের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় একজন লেখকের পদ উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। সমিতির এই ব্যবস্থা-মত কার্য্য হইলে পরিষদের লোকবল আরও হীন হইবার সম্ভাবনায় এবং তদ্ধেতু পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তকতালিকা প্রণয়নকার্য্যের সাহায্যার্থ এক বৎসরের জন্য একজন লেখকের মাসিক ৩০৲ বেতন দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের বহু আবাঁধা ও ছিন্ন পুস্তকগুলি বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু মহাশয়ের সহায়তায় ও চেষ্টায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ২৫৲ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগারের অভাবের অন্ত নাই। স্থানাভাবে বহু সংগৃহীত পুস্তক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রকারে বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া কতকগুলি পুরাতন আলমারী ও র‍্যাকের সংস্কার দ্বারা তন্মধ্যে অধিক পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষমধ্যে এই কাজ শেষ করিতে পারা যায় নাই। নূতন আলমারী ও র‍্যাক্ প্রয়োজন হইলেও অর্থসঙ্কটের জন্য তাহা প্রস্তুত বা খরিদ করা সম্ভব হয় নাই।

পরিষদের এই বৃহৎ এবং ক্রমবর্দ্ধমান পুস্তকালয়টির কার্য্যপরিচালনার সৌকর্য্যার্থ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। যে সকল ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা পূরণ করা সময়সাপেক্ষ। কতকগুলি অত্যাবশ্যক নিয়মাবলীর সংস্কার ও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের সংগ্রহমধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। সেগুলি এবং বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকায় নষ্ট বা হারাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিম্নোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

১ গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোনও সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

২। কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন। যদি কোন কারণে পুস্তক ধার দেওয়া বিষয়ে বা প্রতিভূস্বরূপ টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষের সহিত পুস্তক-গ্রহীতার মতভেদ হয়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩। অতঃপর, (ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত, (গ) বিদ্যাসাগর ও (ঘ) বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থসংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

এতদ্ব্যতাত পুস্তক বাড়ি লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। (এই কার্য্যবিবরণের নিয়মাবলী অংশ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি খরিদের জন্য অর্থ চাহিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি সমেত আবেদন করা হইয়াছিল। গত বর্ষে করপোরেশন ৬৫০৲ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও ব্যয়-সঙ্কোচ নীতির প্রভাবে উক্ত টাকার শতকরা ১৬৪ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের মধ্যে এই সাহায্য পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার স্মৃতিরক্ষা করা হইবে স্থির হইয়াছে। কি আকারে এই স্মৃতিরক্ষা হইবে, তাহা স্থির হয় নাই।

(খ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চিত্র দান করিয়াছেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) রামমোহন রায় শতবার্ষিকীর প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। উহা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষার পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রস্তাবগুলির মধ্যে—

(ক) বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(ঘ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই চিত্র নির্ম্মাণকল্পে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(ঙ) স্বর্ণকুমারী দেবীর এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু উহার কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হওয়ায় প্রতিষ্ঠা করা যাইতেছে না। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষা-[illegible] অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে।

সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন
ইতিহাস-শাখা	„ কুমার শরৎকুমার রায়	„ ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
দর্শন-শাখা	„ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	„ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান-শাখা	„ ডক্টর সত্যচরণ লাহা	„ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ

অধিবেশন-সংখ্যা—১। সাহিত্য শাখা—৪, ২। ইতিহাস-শাখা—২, ৩। দর্শন-শাখা—২ এবং ৪। বিজ্ঞান-শাখা—২।

এই সকল অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ফরিদপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া ও কাশী-শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। রামমোহন রায় শত বার্ষিকীর কর্ত্তৃপক্ষ রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে অথবা কলিকাতায় শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্মিলন আহ্বানের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির এবং আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের ও রমেশ-ভবনের কিছু কিছু সংস্কার করিতে হইয়াছিল। গত ভূমিকম্পের পূর্ব্ব হইতে এবং পরেও পরিষদ্ মন্দিরের স্থানে স্থানে ফাটিয়াছে। সত্বরেই ইহা মেরামত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বিল্ডিং কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে যে দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার আবশ্যক সরঞ্জাম সংগৃহীত না হওয়ায় সেগুলি সম্পূর্ণ করিতে পারা যাইতেছে না। যাহাতে ২।১ মাস মধ্যেই শৌচাগার সম্পূর্ণ হয় ও পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন ড্রেন প্রভৃতির নক্সা আলোচ্য বর্ষে মঞ্জুর করিয়াছেন।

রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য আলোচ্য বর্ষে আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা এ জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যারম্ভ হইলেই তাঁহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য দান করিবেন জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত সাহায্য ১০৲ ব্যতীত এই গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে অন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে 'গচ্ছিত তহবিল আলোচনা

সমিতি'র অনুরোধে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিসমিতি' এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থ (২৭১০৲ টাকা) উক্ত দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত দ্বিতলের নাম অতঃপর **রামেন্দ্রসুন্দর হল** হইবে। পরিষদের হিতৈষী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় উপযুক্ত কাগজপত্র দেখিয়া এই হলের নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে পুথিশালার জন্য একটী আলমারী খরিদ করা হইয়াছে এবং গত একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে ফিনিক্‌স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর প্রদত্ত আলমারী সংস্কার করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

বঙ্গীয় রাজসরকারের দান

বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্য বাবদ ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিতরণের জন্য এ বৎসরও ২০০ খানির স্থলে ৭০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ লইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের কোম্পানীর কাগজগুলির ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স রেহাই দিয়া ইন্‌কম্ ট্যাক্সবিভাগ পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনের দান

ব্যয়-সংক্ষেপ-নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পুস্তক-পত্রিকা খরিদের জন্য ৬৫০৲ টাকার স্থলে ৫৪১৲ পুস্তকালয়ে সাহায্য দানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে এই টাকা পরিষদের হস্তগত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়া আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কোন সাহায্য করপোরেশন হইতে পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বে প্রচলিত ১৫শ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপে গৃহীত হইয়াছে,—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"—এই নিয়মদ্বারা পরিষদের শহর ও মফস্বলের সদস্যগণের চাঁদার কোন পার্থক্য থাকিল না।

প্রচলিত ৪২ (ঘ) সংখ্যক নিয়মের পর নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

"৪২ (ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার উপযোগী অর্থ-সম্পদ্ পরিষদের নাই, ইহা নিশ্চিত। আলোচ্য বর্ষে এবং গতপূর্ব্ব বর্ষে গচ্ছিত তহবিল হইতে হাওলাত লইয়া সাধারণ-বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে গত দুই বৎসর বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট চিত্রশালার কার্য্য সম্পাদনের জন্য গত দুই বৎসর সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সাধারণ-তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই সাহায্য এবং পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য করপোরেশনের মঞ্জুরী সাহায্য আলোচ্য বর্ষমধ্যে পরিষদের হস্তগত না হওয়ায় পরিষদের ঋণ বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গঠিত 'গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি'র নির্দ্ধারণ অনুসারে সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিলের টাকা গ্রন্থপ্রকাশে ব্যয় করিতে পারা গিয়াছিল। এই সকল অর্থসঙ্কটের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ-সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। তদুপরি ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সদস্যগণের চাঁদার হার বার্ষিক ৬৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই জন্য যে সকল কলিকাতার সদস্য পূর্ব্ব-নিয়মে বার্ষিক ১২৲ চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে বার্ষিক ৬৲ চাঁদা দিবেন। সুতরাং চাঁদা আদায় কম হইবার সম্ভাবনা আছে। সুখের বিষয়, সম্পাদকের অনুরোধে বহু হিতৈষী সদস্য ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ১২৲ চাঁদা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রচারের ফলে গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে নূতন সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইলেও অনেক পুরাতন সদস্যের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ না করায় পরিষদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

অর্থাভাবে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কার্য্য—পানীয় জল, ড্রেণ ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়ের পুস্তকসংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য আধার প্রস্তুত করা, চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি (অসম্পূর্ণ পাথরের কাজ শেষ করা, মেঝেয় পেটেন্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি) সম্পূর্ণ করা এবং পরিষদ্ মন্দিরের সুসংস্কার করা অর্থাভাবেই সম্ভব হইতেছে না। অর্থাভাবেই পরিষৎ-পত্রিকার আকারের খর্ব্বতা সাধন করিতে হইয়াছে এবং উপযুক্ত ও অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইতেছে না।

ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুণ্ণ করা পরিষদের উদ্দেশ্য নহে। আয় বৃদ্ধি দ্বারা ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারবৃদ্ধিই পরিষদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণই পরিষদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে সাহায্য করিবেন—ইহা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির নয়টি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে ও একজন দুঃস্থ সাহিত্যিককে মাসিক এবং এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজের সুদের আয় এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ের আয় ব্যতীত কয়েকজন হিতৈষী এই তহবিলে কিছু কিছু দান করিয়াছিলেন।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত আর্থিক দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছিল,—

১। গ্রন্থপ্রকাশার্থ বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।
২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজার জন্য দান।
৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান।
৪। আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা।
৫। পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধারের জন্য দান।
৬। পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' মুদ্রণের জন্য দান।
৭। সাধারণ তহবিলে দান।
৮। পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান।
৯। গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে দান।
১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।
১১। হরপ্রসাদ স্মৃতি-তহবিলে দান।
১২। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিলে দান।
১৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুরস্কার-প্রবন্ধ-সমিতি কর্ত্তৃক পুরস্কার ও পদকের জন্য যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

উপসংহার

এই কার্য্যবিবরণ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে বঙ্গীয় রাজসরকার, কলিকাতা করপোরেশন এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান ও মহানুভব ব্যক্তি এবং হিতৈষী সদস্যগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আলোচ্য বর্ষে নানা ভাবে অর্থ দান ও অর্থ সংগ্রহে, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মূর্ত্তি ও চিত্রাদি দান এবং সংগ্রহে, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক দান ও সংগ্রহে এবং বিবিধ আসবাব ও তৈজসাদি দানের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তদ্ব্যতীত যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপসংহারে দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, বঙ্গদেশের মধ্যে এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হয়, দেশের প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্ররূপে লোকসমাজে পরিগণিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে যেন কার্পণ্য না করেন। ইতি--

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪১।১৬ই আষাঢ়।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। লোকমান্য (হিন্দী), ৩। Amrita Bazar Patrika, ৪। Forward, ৫। Star of India,

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। এডুকেশন গেজেট, ৩। খুলনাবাসী, ৪। গৌড়ীয়, ৫। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৬। ছোটগল্প, ৭। ঢাকা-প্রকাশ, ৮। দীপালী, ৯। দুন্দুভি, ১০। পল্লীবার্ত্তা, ১১। পল্লীবাসী, ১২। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৩। বঙ্গরত্ন, ১৪। বঙ্গবাসী, ১৫। বসুমতী, ১৬। বাতায়ন, ১৭। বীরভূম-বার্ত্তা, ১৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ১৯। সঞ্জীবনী, ২০। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২১। হিতবাদী, ২২। হিন্দু, ২৩। ভগ্নদূত, ২৪। মুক্তি, ২৫। জনশক্তি, ২৬। জনমত, ২৭। মোসলেম, ২৮। Calcutta Gazette, ২৯। Calcutta Municipal Gazette*, ৩০। Indian Messenger, ৩১। Mussalman, ৩২। Navavidhan, ৩৩। Dawn of India, ৩৪। Harijan, ৩৫। বাঙ্গালী, ৩৬। ত্রিপুরা, ৩৭। মোহম্মদী।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। অভ্যুদয়, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ-পত্রিকা, ১০। কায়স্থ সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গন্ধবণিক্ মাসিকপত্র, ১৩। গল্প-লহরী ১৪। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-সম্মিলনী, ১৫। চিকিৎসা প্রকাশ, ১৬ জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি ১৮। জীবনবীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২। শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। তেলীবান্ধব, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭ প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী, ৩০। বণিক্, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। উদয়ন, ৩৩। গুলিস্তাঁ, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধবী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য-সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। তরুণ-পত্র, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সন্দেশাপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। উত্তরা, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial

India, ৬১। ক্লাইব ষ্ট্রীট, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review, ৬৫। Industry, ৬৬। Health and Happiness, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara, ৭৩। ধন্বন্তরী, ৭৪। পুষ্পপাত্র, ৭৫। বিধিলিপি, ৭৬। ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বৈমাসিক

১। Calcutta Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্, ৬। The Library।

ত্রৈমাসিক

১। নাগরী প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। Man in India, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। American Anthropologist.

ষাণ্মাসিক

১। The Greater India Society.

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ

লাহা, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (সভাপতি; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য; শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা সভাপতি), শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাভূষণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী;

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(৯) আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১০) পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১১) গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(১২) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৩) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৫) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষৎ

মেদিনীপুর-শাখা

একবিংশ বর্ষ—১৩৪০

সদস্য সংখ্যা—১০৫, অধিবেশন-সংখ্যা ১৬, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সংখ্যা ৩০০০। আলোচ্য বর্ষে (ক) 'মেঘদূত উৎসব' ও গৃহপ্রবেশ উৎসব এবং (খ) বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানীয় ওয়াই-এম্-সি-এর ভবনে পরিষৎ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে।

অধিবেশনাদিতে আলোচিত ও পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। মেঘমঙ্গল (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

২। মেদিনীপুরের জন্মকাহিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩। নববর্ষ (কবিতা) ,, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগো।

৫। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

৬। বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের দান— ,, মহেন্দ্রনাথ দাস।

৭। চৈত্রী পূর্ণিমা— ,, মনীষিনাথ বসু।

শাখার মুখপত্র 'মাধবী'র একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আয়—৪৮৬৬৫, ব্যয় ৩৩৪৸/১৫।

কাশী শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কাশীর প্রাচীন "বঙ্গসাহিত্য সমাজ"-এর গ্রন্থাগার কাশী শাখা-পরিষদের অন্তর্গত। ইহার গ্রন্থ-সংখ্যা ২৯৭৬। সদস্য-সংখ্যা ৩৮। বারাণসীর মিউনিসিপালিটি মাসিক ৯৲ সাহায্য করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন ৩, ও সাধারণ অধিবেশন ১। সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্য ও সাহিত্যের রূপ" এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "সাহিত্যে নব-পঞ্জিকার ফলশ্রুতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নদীয়া-শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল।

সম্পাদক— ,, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ অধিবেশন-সংখ্যা ৩। এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরলীলা গীতিকাব্য পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড়াল মহাশয় উক্ত রচনা কীর্ত্তন গান করেন। ২য় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস মহাশয় "মল্লীনাথের জীবনী ও তাঁহার প্রভাব" প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কলাই দেবশর্ম্মা মহাশয় "ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উত্তরপাড়া শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি— শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৮০, অধিবেশন সাধারণ ২, পরিচালক-সমিতি ৮।

সাধারণ অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উত্তরপাড়ার স্থান—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

(খ) বাঙ্গালার কুটীরশিল্প এবং বেকার সমস্যা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা— ৪০০০। আয় ৮১০।৵০, ব্যয় ৮০৪৸৶৬, উদ্বৃত্ত ৫।৩।

গৌহাটী-শাখা

২৫শ বর্ষ—১৩৫০

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— „ সত্যভূষণ সেন।

দুইটি অধিবেশনের মধ্যে একটি বিশেষ অধিবেশনে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। সাধারণ অধিবেশনে কবি কামিনী রায় এবং গঙ্গাচরণ সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' এবং (খ) শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বরিশাল-শাখা

—১৩৪০—

সম্পাদক - শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধারণ অধিবেশন ৩টি। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) গীতার বিশেষত্ব—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন।

(খ) প্রাণময় জগৎ— „ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(গ) ভারতের জাতি ও সমাজ-- শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত।

একটী বিশেষ অধিবেশনে ৺কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন-লিখিত কবিতা এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি

(ক) **ধাতু-মূর্ত্তি—**

১। কালী, ২। মহিষমর্দ্দিনী, চতুর্হস্তা, ৩। কৃষ্ণমূর্ত্তি—খড়ম পরিহিত, ৪। নরসিংহমূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(খ) **প্রস্তরমূর্ত্তি**—

১। মহাদেব—ত্রিশূলের উপর সতীদেহ ধারণকারী। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়। ২। হরপার্ব্বতী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৩। নরসিংহমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার, ৪। স্ত্রীমূর্ত্তি, চতুর্হস্তা, ৫। ঐ, ৬। অস্পষ্ট মূর্ত্তি, এবং ৭। ধ্যানস্থ মূর্ত্তি, শয়ান মহাদেব, তদুপরি পদ্মাসনস্থ দেবতা, চতুর্হস্তা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ৮। স্তুপ—শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়।

(গ) **মৃণ্ময়—**

১। স্ত্রীপুরুষ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ২। চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্তূপ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার।

(ঘ) **প্লাষ্টার অব প্যারিসে** ছাঁচে ঢালাই তিব্বতীয় মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) **সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য**—১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কুক্ কেলভির ঘড়ি, (মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রীকে দান করিয়াছিলেন)। ২। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত ঘড়ি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

(চ) **চিত্র**—রসচক্রের চিত্র (ফটো)- শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(ছ) **বিবিধ**—হুগলী খামারগাছি ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপখননকালে প্রাপ্ত কতকগুলি মৃণ্ময় বাসনের টুক্‌রা। প্রদাতা - শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

(জ) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রদত্ত—১। কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমবায়ের মানপত্র। ২। বঙ্গশ্রী কটন মিলের অংশীদারগণের পক্ষে সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোম্পানার প্রদত্ত মানপত্র, রৌপ্যকাস্কেট সমেত। ৩। খুলনা জেলা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়সমাজের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৪। (ক) বাগেরহাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রবৃন্দ, (খ) বাগেরহাট কলেজ এবং (গ) খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসঙ্ঘের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৫। বাগেরহাটের অধিবাসিবৃন্দের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৬। তামার পাত্র।

— —

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সাধারণ, গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৪০

আয়

বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট আয়
চাঁদা	৫২১৮৲	...	...	৫২১৮৲
প্রবেশিকা	১২২৲	...	...	১২২৲
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০২৷৵০	২২৩৶০	...	১০২৫৸০
পত্রিকা বিক্রয়	৩০১৸৶০	...	...	৩০১৸৶০
বিজ্ঞাপনের আয়	২১৯৲	...	...	২১৯৲
সুদ	২০৸৶০	৮৭৩৶৯	২২৫৵৯	১১১৯৷৶
স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১৩২৪৷৶৯	...	...	১৩২৪৷৶৯
গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
এককালীন দান	২৩৭৷৵০	১৫৷৵০	...	২৫২৸৶০
স্মৃতি রক্ষার আয়	৬৫৲	২২০৷৵০	...	২৮৫৷৵০
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২০৷০	...	...	২০৷০
বিবিধ আয়	৯৬৷০	*১০২৭৸৵০	*২৮৸০	১১৫২৸৵০
প্রতিষ্ঠা উৎসবের সাহায্য	৫৭৲	...	...	৫৭৲
হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	১৮৲	...	৩৬৩৲
আমানত জমা	৯৭৷০	২৬৫৲	...	৩৬২৷০
হাওলাত জমা	৪৩৪৸৵৭	২০৯৷৵৩	...	৬৪৪৷৶১০
	১০৪৪২৶৪	২৮৫৩৲	২৫৩৸৵৯	১৩৫৪৯৵১
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্তের জমা	৩১৭৷৵৫	৩১১৫০৸৶০	৫৬৩৫৷৵৯	৩৭১০৩৸২
	১০৭৫৯৷৵৯	৩৪০০৩৸৶০	৫৮৮৯৷৶	৫০৬৫২৸৵৩

* কোম্পানী কাগজ বিক্রয় ও ক্রয় বাবদ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত।

ব্যয়

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৬৪২৻৬	৬৩৪॥/৩	...	৩২৭৬॥/৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ	৪৩১॥/৯	...	...	৪৩১॥/৯
৩	পুস্তকালয়	১৮৭৫৸/৩	...	...	১৮৭৫৸/৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৭৫০॥৬	...	...	১৭৫০॥৬
৫	বিবিধ মুদ্রণ	৪২।/৯	...	...	৪২।/৯
৬	ডাক মাশুল	৩৮২॥৶০	...	...	৩৮২॥৶০
৭	মন্দির মেরামত	৩৪৸৩	...	...	৩৪৸৩
৮	আলো ও পাখার বিল	১৪৭।৩	...	...	১৪৭।৩
৯	ঐ মেরামত	৪৩॥/৬	...	...	৪৩॥/৬
১০	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাকাদি	১৯৸/০	...	...	১৯৸/০
১১	দপ্তর সরঞ্জামী	৯৪॥৵৩	...	...	৯৪॥৵৩
১২	আসবাব	৪॥৬	...	...	৪॥৬
১৩	গাড়ীভাড়া	৫৫৸/৬	...	...	৫৫৸/৬
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৩॥/৬	১১৬॥/৯	...	১৯০৶৩
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২১।৬	...	...	২১।৬
১৬	বেতন (সাধারণ)	২১৪৭৶৯	...	...	২১৪৭৶৯
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ীভাড়া	৪৪৩॥৵৯	...	...	৪৪৩॥৵৯
১৮	বিবিধ ব্যয়	৯৩।০	৫৮॥/০	।৶০	১৫২।০
১৯	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৵০	...	...	২৵০
২০	প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫৭॥৵০	...	...	৫৭॥৵০
২১	সাহায্য	৫৲	...	...	৫৲
২২	আমানত শোধ	১২৮৲	...	...	১২৮৲
২৩	হাওলাত শোধ	১২৲	২৭০৲	...	২৮২৲
২৪	সাধারণ তহবিলে প্রদত্ত	...	...	১৩২৪॥৶৯	১৩২৪॥৶৯
২৫	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	...	৩৭৮৵০	...	৩৭৮৵০
২৬	হাওলাত দাদন	২০৯॥/৩	৪৬৪৸৵৭	...	৬৭৪।৶১০
		১০৭১৮৸/৯	১৯২২৸৭	১৩২৫৵৯	১৩৯৬৬৸/১০
	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত জমা—	৪০৸০	৩২০৮১৵৫	৪৫৬৪৵৯	৩৬৬৮৬/২
		১০৭৫৯॥/৯	৩৪,০০৩৸৶০	৫৮৮৯।/৬	৫০৬৫২৸৶৩

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৪০

আয়		ব্যয়	
বঙ্গীয় রাজসরকারের দান—	১০৮০৲	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদি মঙ্গল, সংবাদপ[illegible] সেকালের কথা, বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস, গৌ[illegible] পদতরঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, চণ্ডীদাস-পদাব[illegible] সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়	
সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদত্ত—	২১৯৬॥/৯	পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত—	৫০৲
		সম্পাদন—	৫০৲
		কাগজ খরিদ—	৪৭০৲
		মুদ্রণ —	২০৬৭৲
		বাঁধাই —	২৮৲
		চিত্র, বেতন, ডাকমাশুল প্রভৃতি—	৬১১॥[illegible]
	৩২৭৬॥/৯		৩২৭৬॥[illegible]

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

আয়

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—২০৲, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়—১০৲, উদ্বৃত্ত ৩০৲

হাওলাত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের—	৮৬৩৲
১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের হাওলাত জমা	৪৩৪৸৵৭
	১২৯৭৸৵৭
বাদ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিল হইতে শোধ	১২৲
	১২৮৫৸৵৭

জায়

সাধারণ তহবিল

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	জের—	৫০০৲
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল	৩৫০৲
„ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲	বিনয়কুমার সরকার তহবিল	১,৭১৮./১
	৫০০৲	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	২৬৩৬
			১২৮৫৸৵৭

হাওলাত দাদন

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের—		
সাধারণ তহবিলের—		৬৮১৮৶/৪॥০
গচ্ছিত তহবিলের—		৩৫০৲
		১০৩১৮৶/৪॥
১৩৪০ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদত্ত	৪৬৪৮৵/৭	
১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিল হইতে প্রদত্ত	২০৯॥/৩	৬৭৪৪।৶/১০
		১৭০৬।৶/২॥০
বাদ		
১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	
১৩৪০ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিলের হাওলাত আদায়	১৮৲	৩৬৩৲
		১৩৪৩।৶/২॥০

জায়—

সাধারণ তহবিল	
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ	২১৬॥:/৭॥০
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দঃ চণ্ডীদাস পদাবলী	১৬০৮৴০
শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
কর্ম্মচারী	৩০৲
ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
	৫৩৩॥৭॥০
গচ্ছিত তহবিল—	
সাধারণ তহবিল	৭৮৪৮৵/৭
... সাহিত্যিক ভাণ্ডার	২৫৲
	৮০৯৮৵/৭
	১৩৪৩।৶/২॥০

আমানত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের আমানত জমার জের—		৪০৪৲
জমা—১৩৪০ বঙ্গাব্দ		
সাধারণ তহবিলে—৯৭।০		
গচ্ছিত তহবিলে		
রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ জন্য	২৬৫৲	৩৬২।০
বাদ		৭৬৬।০
শোধ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে		
সাধারণ তহবিলে	১২৮৲	১২৮৲
		৬৩৮।০

জায়

সাধারণ তহবিল	
জমাদার ও আদায়কারী	
কর্ম্মচারীদের জমা—	২৫০৲
প্রবেষ্টাইন	৫০৲
মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধি বেষ্টনী	১৫৲
চণ্ডীদাস গ্রন্থের জন্য অগ্রিম	১২৲
রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য	১০৲
পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৫৸০
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি—	॥০
ছাত্র সভ্য	২০৲
	৩৭৩।০
গচ্ছিত তহবিল	
রামমোহন রায়-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জমা	২৬৫৲
	৬৩৮।০

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আয়—		ব্যয়—	
গ্রন্থাবলী বিক্রয়	২০৭॥৶৬	অনাদি-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়	২৮০৲
সুদ (কোম্পানী কাগজ)	৪১৫।০	ডাক মাশুল, বেতনাদি	২১২৮./৯
পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত	২০৯॥/৩	সাধারণ তহবিলের হাওলাত শোধ	২৭০৲
	৮৩২॥৯	উদ্বৃত্ত	৬৯৶০
			৮৩২॥৯

বিবিধ দান

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিপূজার সাহায্য

শ্রীযুক্ত	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩৲
"	মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
"	যতীন্দ্রনাথ বসু	২৲
"	রাজশেখর বসু	২৲
"	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
"	কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
"	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
"	গণপতি সরকার	১৲
"	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
"	দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৲
"	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
"	বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
"	বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
"	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲
"	বিনয়কুমার সরকার	১৲
"	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
"	রমাপ্রসাদ চন্দ	১৲
"	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
"	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	॥০
স্বর্গীয়া	কামিনী রায়	১৲
স্বর্গীয়	অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
		২৫॥০

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দান

শ্রীযুক্ত	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
"	কালীপ্রসাদ খৈতান	৫৲
"	মন্মথনাথ মিত্র	৫৲
"	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	৪৲
"	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲
"	যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲
"	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩
"	প্রবোধচন্দ্র বাগচী	২৲
"	বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
"	রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
"	রাজশেখর বসু	২৲
"	শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
"	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
"	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
"	অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
"	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
"	উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
"	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
"	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
"	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
"	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
"	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
		৫৭৲

(গ) গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ১০৲

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১০৲

(ঘ) হরপ্রসাদ স্মৃতি তহবিল ১৮।০

স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন ১৩।০
(১ পাউণ্ড)
শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ৫৲
১৮।০

(ঙ) দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার ৫॥/০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৪৸/০
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥৶০
,, শিবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় /০
৫॥/০

(চ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি তহবিল ১১০৲

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ ৫০৲
,, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲
শ্রীযুক্তা রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১০৲
স্বর্গীয়া কামিনী রায় ১০৲
শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ১০৲
শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲
শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ ৫৲
,, সরলা দেবী ৫৲
১১০৲

(ছ) আজীবন-সদস্যের চাঁদা ৫০০৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০৲
,, সজনীকান্ত দাস ২৫০৲
৫০০৲

(জ) পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধার প্রস্তুতের জন্য দান ১৮৸০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৮৸০

(ঝ) সংস্কৃত পুথির তালিকা মুদ্রণের জন্য দান

পাতাপটী সাহানগর বারোয়ারী সমিতির সম্পাদক, কালীঘাট ৫৲
সাহানগর সক্তি সঙ্ঘ, কালীঘাট ৪৲
৯৲

(ঞ) সাধারণ তহবিলে দান ১৮৪॥৵০

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ১০০৲
,, সজনীকান্ত দাস ৫০৲
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪॥৵০
,, নির্ম্মলকুমার বসু ১০৲
১৮৪॥৵০

(ট) পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান ২৫৲

শ্যামাদাস বাচস্পতি ২৫৲

(ঠ) বিপিনচন্দ্র পালের চিত্র প্রস্তুতের জন্য দান ৪০৲

শ্রীযুক্তা বীণা চৌধুরী ৫৲
,, ইন্দিরা দে ৫৲
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ৫৲
,, গিরিশচন্দ্র দাস ৪৲
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ৪৲
,, সুরেশচন্দ্র দেব ২৲
,, মন্মথমোহন বসু ২৲
,, বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত ২৲
,, পরেশলাল সেন ২৲
,, প্রিয়লাল দত্ত ২৲
,, রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৲
,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় ১৲
,, এস্ এস্ রায় ১৲
,, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৲
৪০৲

১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৩০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৩০০৲
৫।	বার্ষিক সাহায্য	১৬২২৸০
৬।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৭।	সুদ আদায়	১০১১৲
৮।	এককালীন দান	৫০০৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
০।	বিবিধ আয়	৯০৲
১।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
২।	গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	৩১২০৲
৩।	হাওলাত আদায়	৩৯০৲
		১৪৫৩৩৸০
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪০৸০
		১৪৫৭৪৷৷০

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	পত্রিকা মুদ্রণ	৭০০৲
৩।	পুস্তকালয়	২০৪০৲
৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৫০৲
৫।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৪৩০৲
৬।	ডাকমাশুল	৩৫০৲
৭।	আলো ও পাখা	২০০৲
৮।	ভৃত্যাদিগের ঘরভাড়া প্রভৃতি	১৪৷৷০
৯।	গৃহনির্ম্মাণ	৩১২০৲
১০।	মন্দির মেরামত	২৫৲
১১।	পায়খানা	২০০৲
১২।	আসবাব	২৫৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৬৫৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৬০৲
১৫।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
১৬	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১০০৲
১৭।	বেতন (সাধারণ)	১৭২৮৲
১৮।	বিবিধ ব্যয়	৯০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৩৫০৲
২০।	হাওলাত শোধ	৩৫০৲
২১।	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৩৬৮৲
		১৪৫৫৫৷৷০

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
১৬।৩।১৩৪১

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি
১৫।২।৪১

	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত	১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়	মোট আয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দের ব্যয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের জায়		
						কোম্পানী কাগজে মজুত (ফেস্ ভ্যালু)	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাক ঘরে মজুত
চ্ছিত তহবিল								
াশ তহবিল	১৩০০০৲	৮৩২॥৯	১৩৮৩২॥৯	৭৬২৸৶৯	১৩০৬৯॥⁄০	১৩০০০৲	১৩॥৶০	১৫৸৶০
র তহবিল *	১২৭৩।৶৬	৩৮৶০	১৩১১॥৶৬	১৭৬।/১০	১১৩৫।৮	১১২৩।০	১২৫৮	...
ান তহবিল *	১৫৭৩।০	৩১৮৶৬	১৮৯১।৶৬	২৭৭।/৯	১৬১৪৩৯	১৫৯০।০	১৫৸৯	১০৲
র্ব তহবিল	৩৭॥৶০	৪৲	৪১॥৶০	...	৪১॥⁄০	...	৪১॥⁄০	...
হবিল	১৪৫৲	...	১৪৫৲	১৪৫৲	...	...	...	...
াগার	১১১৬৭।৶০	৪৮৬।৶৩	১১৬৫৩৸৶৩	৪১৩।০	১১২৪০॥৶৩	১০৯৫০৲	...	২৪৫।৶৮
ত তহবিল	৪১০৸/৩	৯৯॥৩	৫১০।/৬	৫/৬	৫০৫।০	৫০৫।০	...	...
দত্ত বার্ষিক স্মৃতি তহবিল	৬১।⁄৬	২৫॥০	৮৬৸৶৬	১৯।⁄৯	৬৭।৶৯	...	১১৸৶৫	৫৫॥৪
্যায় স্মৃতি তহবিল	৭৯৪/০	৮।৶৬	৮০২।৶৬	৪৸০	৭৯৭॥৶৬	১০০৲	৬৫৯।৶১১	৩৮।৭
বদী স্মৃতি তহবিল *	২১৪৩/৯	৫২৭৲	২৬৭০/৯	২০/০	২৬৫০/৯	২৬৪৪।৶০	...	৫॥৶৯
তি স্মৃতি তহবিল	১০০৲	...	১০০৲	৪৫৲	৫৫৲	...	৫৫৲	...
স্মৃতি তহবিল	৩২১৸০	৪৩/৯	৩৬৪৸/৯	১।/০	৩৬৩॥৯	৩২৩৶০	১০।৶৯	৩০৲
দাশ স্মৃতি তহবিল	২৲	...	২৲	২৲	...	...	...	...
পাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	১৲	...	১৲	...	১৲	...	...	...
স্মৃতি তহবিল	১০০৲	১৭১৸৶০	২৭১৸৶০	৫০৲	২২১৸৶০	২০০৲	৩॥০	...
ৃতি তহবিল	...	২৩।০	২৩।০	...	২৩।০	...	২৩।০	...
।	২০৲	১০৲	৩০৲	...	৩০৲	...	৩০৲	...
গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	...	২৬৫৲	২৬৫৲	।০	২৬৪৸০	...	২৬৪৸০	...
	৩১১৫০৸৶০	২৮৫৩৲	৩৪০০৩৸৶০	১৯২২৸৭	৩২০৮১৶৫	৩০৪৩৬।০	১১৩৯।৶৬	৪০০৸/৪
য়ী তহবিল *	৫৬৩৫।⁄৯	২৫৩৸৶৯	৫৮৮৯।/৬	১৩২৫৶৯	৪৫৬৪৶৯	৪৫৬৩৸০	...	...
	৩৬৭৮৬।/৯	৩১০৬৸৶৯	৩৯৮৯৩।৬	৩২৪৭৸৶৪	৩৬৬৪৫।/২	৩৫০০০৲	১১৩৯।৶৬	৪০০৸/৪
ধারণ তহবিল	৩১৭।⁄৫	১০৪৪২৶৪	১০৭৫৯॥/৯	১০৭১৮৸/৯	৪০৸০	...	৩৶১১	...
	৩৭১০৩৸২	১৩৫৪৯৶১	৫০৬৫২৸৶৩	১৩৯৬৬৸/১	৩৬৬৮৬/২	৩৫০০০৲	১১৪২॥৶৫	৪০০৸/৪

ত সাধারণ তহবিলে
।

শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
সভাপতি

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীদেবীবর ঘোষ

† ইহার মধ্যে ২৫।
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ